টীকা-১৬৭. হযরত শো'আয়ব (আলায়হিস্ সালাম),

টীকা-১৬৮. সারমর্ম হলো যে, আমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবোনা এবং তোমরা যদি আমাদেরকে বাধ্য করো তবুও আমরা মানবো না। কেননা–

টীকা-১৬৯. এবং তোমাদের ভ্রান্ত ধর্মের অনিষ্ট ও ফ্যাসাদ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন

৮৮. তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বললো, 'হে শো'আয়ব! শপথ (এ কথার উপর) যে, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথী মুসলমানগণকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে এসে যাও।' বললো (১৬৭), 'যদিও আমরা ঘৃণা করি তবুও কি (১৬৮)?

৮৯. অবশ্যই আমরা তো আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবো যদি তোমাদের দ্বীনে এসে যাই এরপর যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন (১৬৯) এবং আমাদের মুসলমানদের কারো কাজ নয় যে, তোমাদের ধর্মের মধ্যে ফিরে আসবো, কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে (১৭০); যিনি আমাদের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান সব কিছুকে আয়ত্ব করে আছে। আমরা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করেছি (১৭১)। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্য ফয়সালা করে দাও (১৭২) এবং তোমার ফয়সালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।'

৯০. এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানগণ বললো, 'যদি তোমরা শো'আয়বের অনুসারী হও তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে থাকবে।'

৯১. অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো। ফলে, প্রভাতে তারা আপন আপন ঘরে অধোঃমুখে পতিত অবস্থায় রয়ে গেলো (১৭৩)।

৯২. শো'আয়বকে অস্বীকারকারীগণ যেন ঐসব ঘরের মধ্যে কখনো বসবাসই করেনি; শো'আয়বকে অস্বীকারকারীরাই ধ্বংসে পতিত হলো।

৯৩. অতঃপর শো'আয়ব তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৭৪) এবং বললো,

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩١﴾

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ

টীকা-১৭০. এবং তাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য থাকলে আর যদি এরূপই তার অদৃষ্টের লিখন হয়ে থাকে;

টীকা-১৭১. আমাদের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে তিনিই আমাদেরকে অধিক মাত্রায় দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি দেবেন।

টীকা-১৭২. যাজ্জাজ বলেছেন, "এর অর্থ এও হতে পারে যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বিষয়টা প্রকাশ করে দিন;' এর মর্মার্থ হলো– তাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ করুন, যাতে তারা যে ভ্রান্ত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শো'আয়ব আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীগণ যে সত্যের উপর রয়েছেন তা প্রকাশ পায়।

টীকা-১৭৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সম্প্রদায়ের উপর জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং তাদের উপর দোযখের প্রচণ্ড গরম প্রেরণ করেছিলেন, যার ফলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন না তাদেরকে ছায়া উপকৃত করতো, না পানি। এমতাবস্থায় তারা নিজ গৃহসমূহের সর্বনিম্ন কক্ষে প্রবেশ করলো, যাতে তারা সেখানে কিঞ্চিত স্বস্তি পায়। কিন্তু সেখানে বাইরে থেকে অধিকতর উত্তাপ ছিলো। সেখান থেকে বের হয়ে তারা জঙ্গলের দিকে দৌড়ে পালালো। আল্লাহ্ তা'আলা এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করলেন। ওটাতে অতি শৈত্য এবং মনোরম বায়ু ছিলো। তারা ওটার ছায়ায় আসলো আর একে অপরকে ডেকে ডেকে সেখানে একত্রিত করলো। পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সবাই একত্রিত হলো। তখন সেটা (মেঘখণ্ড) আল্লাহ্‌র নির্দেশে আগুনে পরিণত হয়ে জ্বলে উঠলো আর তারা তাতে এমনিভাবে জ্বলে গেলো যেমন কড়াইতে কোন বস্তু ভাজা হয়ে যায়।"

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালামকে আয়কাহ্‌বাসীদের প্রতিও প্রেরণ করেছিলেন এবং মাদ্‌য়ানবাসীদের প্রতিও। আয়কাহ্‌বাসীরা তো 'মেঘখণ্ড' দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো এবং মাদ্‌য়ানবাসীগণ ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।"

টীকা-১৭৪. যখন তাদের উপর শাস্তি আসলো

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট আমার প্রতিপালকের (প্রেরিত) বাণী পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিয়েছি (১৭৫); সুতরাং (আমি) কি করে সমবেদনা প্রকাশ করি কাফিরদের জন্য।'

রুকূ' – বার

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪. এবং আমি প্রেরণ করিনি কোন জনপদের মধ্যে কোন নবীকে (১৭৬), কিন্তু এ যে, সেটার অধিবাসীদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে লিপ্ত করেছি (১৭৭), যাতে তারা কোন প্রকারে কান্নাকাটি করে (১৭৮)।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. অতঃপর আমি অকল্যাণের স্থানে কল্যাণকে পরিবর্তিত করে দিয়েছি (১৭৯); অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেলো (১৮০) আর বললো, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষদের নিকটও দুঃখ আর সুখ পৌঁছেছিলো (১৮১)।' অতঃপর আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে তাদের অজ্ঞাতসারে পাকড়াও করেছি (১৮২)।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. এবং যদি ঐসব জনগুলোর অধিবাসীগণ ঈমান আনতো এবং ভয় করতো (১৮৩) তবে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম (১৮৪); কিন্তু তারা তো অস্বীকার করেছে (১৮৫)। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার করেছি (১৮৬)।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তবে কি জনপদসমূহের অধিবাসীরা (১৮৭) ভয় করেনা যে, তাদের উপর শাস্তি রাতে আসবে যখন তারা নিদ্রায় মগ্ন থাকবে?

اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় করেনা যে, তাদের উপর আমার শাস্তি পূর্বাহ্নে আসবে যখন তারা খেলায় মগ্ন থাকবে (১৮৮)?

টীকা-১৭৫. কিন্তু তোমরা কোন মতেই ঈমান আনোনি;

টীকা-১৭৬. যাঁকে তাঁর সম্প্রদায় অঙ্গীকার করেনি,

টীকা-১৭৭. অভাব-অনটন এবং রোগ-পীড়ায় আক্রান্ত করেছি,

টীকা-১৭৮. অহংকার ছেড়ে দেয় ও তাওবা করে এবং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত হয়।

টীকা-১৭৯. অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশের পর সুখ-শান্তি লাভ করা এবং শারীরিক ও আর্থিক নি'মাতসমূহ পাওয়া আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেই অপরিহার্য করে দেয়;

টীকা-১৮০. তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং অর্থও বেড়ে যায়

টীকা-১৮১. অর্থাৎ যুগের নিয়ম-নীতিই এই যে, কখনো কষ্ট হয়, আবার কখনো সুখ-শান্তি। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের উপরও এমন সব অবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে। এ'তে তাদের দাবী এ ছিলো যে, পূর্ববর্তী যুগ, যা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিলো, তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন পরিণতি ও শাস্তিই ছিলো না। সুতরাং আপন ধর্ম ত্যাগ করা উচিত হবেনা। না ঐসব লোক দুঃখ-দুর্দশা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেছে, না সুখ-শান্তি থেকেও তাদের মধ্যে (আল্লাহর) আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো। তারা অবহেলার মধ্যেই নিমগ্ন ছিলো।

টীকা-১৮২. যখন তাদের শাস্তির প্রতি কোন খেয়ালই ছিলোনা। এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আর বান্দাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা ত্যাগ করে আপন প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

টীকা-১৮৩. আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য গ্রহণ করতো এবং যেসব বস্তু আল্লাহ্ ও রসূল নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতো।

টীকা-১৮৪. চতুর্দিক থেকে তারা কল্যান লাভ করতো। সময় মতো উপকারী ও প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হতো। জমিতে ক্ষেত ও ফলমূল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হতো, রিয্কের প্রাচুর্য হতো, নিরাপত্তা ও শান্তি বিরাজ করতো এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতো।

টীকা-১৮৫. আল্লাহর রসূলগণকে।

টীকা-১৮৬. এবং বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত করেছি।

টীকা-১৮৭. কাফিরগণ, চাই তারা মক্কা মুকাররামার অধিবাসী হোক, কিংবা এর আশে-পাশের অথবা অন্য কোন স্থানের হোক;

টীকা-১৮৮. এবং আযাব আসা সম্পর্কে অনবগত থাকবে?

টীকা-১৮৯. এবং তাঁর অবকাশ দেয়া ও পার্থিব নি'মাত প্রদানের কারণে অহংকারী হয়ে তাঁর শাস্তি সম্পর্কে ভাবনাহীন হয়ে গেছে।

টীকা-১৯০. এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দারাই তাঁর ভয় রাখে। রাবী' ইবনে খায়সামের কন্যা তাঁকে বলেছিলো, "এর কারণ কি যে, আমি দেখছি সমস্ত লোক ঘুমাচ্ছে; আর আপনি ঘুমাচ্ছেন না?" (তিনি) বললেন, "হে আমার নয়নমণি! তোমার পিতা রাত্রে ঘুমানোকে ভয় করে।" অর্থাৎ যেন অলস হয়ে ঘুমিয়ে পড়া কখনো আযাবের কারণ না হয়ে যায়।

৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অচেতনই রয়েছে (১৮৯)? সুতরাং আল্লাহ্‌র গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে কেউ নির্ভীক হয়না, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তরা (১৯০)।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

রুকূ' – তের

১০০. এবং ঐসব লোক, যারা যমীনের মালিকদের পর সেটার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কি এতটুকু হিদায়তও লাভ করেনি যে, আমি চাইলে তাদের নিকট তাদের পাপের দরুন বিপদ পৌঁছাই (১৯১)? এবং আমি তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর করে দিই, যাতে তারা কিছুই শুনতে না পায় (১৯২)।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এসব হচ্ছে কতগুলো জনপদ (১৯৩), যেগুলোর কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমাদেরকে শুনাচ্ছি (১৯৪); এবং নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের রসূল স্পষ্ট প্রমাণসমূহ (১৯৫) নিয়ে এসেছেন। অতঃপর তারা (১৯৬) এর উপযোগী হয়নি যে, তারা সেটারই উপর ঈমান আনবে যাকে প্রথমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো (১৯৭)। আল্লাহ্ এভাবে মোহর করে দেন কাফিরদের হৃদয়গুলোর উপর (১৯৮)।

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾

১০২. এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশকে আমি কথায় সত্য পাইনি (১৯৯) এবং অবশ্যই তাদের মধ্যে অধিকাংশকে হুকুম অমান্যকারীই পেয়েছি।

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. অতঃপর তাদের (২০০) পর আমি মূসাকে আপন নিদর্শনসমূহ (২০১) সহকারে ফিরআউন ও তার রাজন্যবর্গের প্রতি প্রেরণ করেছি; অতঃপর তারা সেই নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিচার করেছে (২০২)। সুতরাং দেখো, কি পরিণাম হয়েছে ফ্যাসাদকারীদের!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. এবং মূসা বলেছিলো, 'হে ফিরআউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রসূল হই।

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আমার জন্য এটাই শোভা পায় যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলবোনা; কিন্তু সত্য কথাই (২০৩)। আমি তোমাদের সবার নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

টীকা-১৯১. যেমনিভাবে আমি তাদের পূর্ব-পুরুষগণকে তাদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করেছি

টীকা-১৯২. এবং কোন উপদেশ ও নসীহত না মানে।

টীকা-১৯৩. হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায়, হযরত লূত ও হযরত শো'আয়ব (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়।

টীকা-১৯৪. যাতে একথা জানা যায় যে, আমি আমার রসূলগণকে এবং তাঁদের উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে আপন শত্রুগণ অর্থাৎ কাফিরগণের মুকাবিলায় সাহায্য করে থাকি।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ

টীকা-১৯৬. মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত

টীকা-১৯৭. নিজেদের 'কুফর' অঙ্গীকার করার উপর অটলই থেকে যায়।

টীকা-১৯৮. যাদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানে রয়েছে যে, তারা কুফরের উপর অটল থাকবে এবং কখনো ঈমান আনবেনা।

টীকা-১৯৯. তারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূরণ করেনি। তাদের উপর যখনই কোন মুসীবত আসতো তখন অঙ্গীকার করতো, "হে প্রতিপালক! তুমি যদি এ বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো।" অতঃপর যখন মুক্তি পেয়ে যেতো, তখন অঙ্গীকার থেকে ফিরে যেতো। (মাদারিক)

টীকা-২০০. উল্লেখিত নবীগণের

টীকা-২০১. অর্থাৎ স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ; যেমন– 'শুভ্র হস্ত' এবং 'লাঠি' ইত্যাদি।

টীকা-২০২. সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং কুফর করেছে।

টীকা-২০৩. কেননা, রসূলের এটাই মর্যাদা। আর তাঁরা কখনো ভুল কথা বলেন না এবং রিসালতের প্রচার কার্যে তাঁদের পক্ষে মিথ্যা সম্ভবপরই নয়।

فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

قَالَ أَلْقُوا

নিয়ে এসেছি (২০৪); সুতরাং বনী ইস্রাঈলকে আমার সাথে ছেড়ে দাও (২০৫)।'

১০৬. (ফিরআউন) বললো, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো! যদি তুমি সত্য হও।'

১০৭. অতঃপর মূসা আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন। তা তৎক্ষণাৎই একটা প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেলো (২০৬)।

১০৮. এবং আপন হাত বগলে (আস্তিন) ঢুকিয়ে বের করলো। তখন তা দর্শকদের সামনে ঝলমল করতে লাগলো (২০৭)।

রুকূ' – চৌদ্দ

১০৯. ফিরআউন-সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'এতো একজন জ্ঞানী যাদুকর (২০৮);

১১০. তোমাদেরকে তোমাদের দেশ (২০৯) থেকে বহিষ্কার করতে চায়; সুতরাং তোমাদের কী পরামর্শ?'

১১১. (তারা) বললো, 'তাঁকে এবং তাঁর ভাই (২১০)-কে অবকাশ নিতে দাও এবং শহরে শহরে লোক-সংগ্রহকারীদেরকে পাঠিয়ে দাও;

১১২. যেন (তারা) প্রত্যেক জ্ঞানী যাদুকরকে তোমার নিকট নিয়ে আসে (২১১)।'

১১৩. এবং যাদুকরগণ ফিরআউনের নিকট আসলো। বললো, 'নিশ্চয় আমরা কিছু পুরস্কার পাবো তো, যদি আমরা বিজয়ী হই!'

১১৪. (সে) বললো, 'হাঁ, এবং তখন তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।'

১১৫. (তারা) বললো, 'হে মূসা! হয়ত (২১২) আপনি নিক্ষেপ করুন, নতুবা আমরাই নিক্ষেপকারী হবো (২১৩)।'

১১৬. বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ করো (২১৪)।'

টীকা-২০৪. যা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত হয়। আর সেই নিদর্শন হচ্ছে– মু'জিযাসমূহ।

টীকা-২০৫. এবং তোমাদের কয়েদ থেকে মুক্ত করে দাও, যাতে তারা আমার সাথে ঐ পবিত্র ভূমিতে চলে যায়, যা তাদের জন্মভূমি।

টীকা-২০৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন যে, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম 'লাঠি' নিক্ষেপ করলেন, তখন তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়েছিলো। রং হলদে, মুখ উন্মুক্ত, জমি থেকে এক মাইল উঁচু (উক্ত অজগর) স্বীয় লেজের উপর ভর করে দণ্ডায়মান হয়ে গেলো। আর সেটা তার এক চোয়াল জমির উপর রাখলো আর অপরটা (রাখলো) শাহী অট্টালিকার দেয়ালের উপর। অতঃপর তা ফিরআউনের দিকে মুখ করলো। তখন ফিরআউন আপন তখ্ত থেকে লাফিয়ে পলায়ন করলো এবং ভয়ে তার হাওয়া বের হয়ে গেলো। আর (সেটা) যখন জনগণের দিকে মুখ করলো, তখন তারা এমনিভাবে পলায়ন করলো যে, হাজার হাজার মানুষ পরস্পরের দ্বারা পদদলিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। ফিরআউন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চিৎকার করতে লাগলো, "হে মূসা! তোমার ঐ প্রতিপালকের শপথ, যিনি তোমাকে রসূল করেছেন। তুমি ওটাকে ধরে ফেলো। আমি তোমার উপর ঈমান আনছি এবং তোমার সাথে বনী ইস্রাঈলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সেটা উঠিয়ে নিলেন। তখনই তা পূর্বের ন্যায় লাঠিই হয়ে গেলো।

টীকা-২০৭. এবং সেটার আলো এবং চমক সূর্যের আলো থেকেও বেড়ে গিয়েছিলো।

টীকা-২০৮. যে যাদু দ্বারা 'নজরবন্দী' করেছে এবং (ফলে) লোকদের নজরে 'লাঠি' অজগর মনে হয়েছে আর গম বর্ণের হাত সূর্য অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল মনে হচ্ছিলো;

টীকা-২০৯. মিশর

টীকা-২১০. হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)

টীকা-২১১. যারা যাদুতে দক্ষ এবং সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। সুতরাং লোকেরা রওনা হলো এবং চতুর্দিক ও বিভিন্ন শহর থেকে যাদুকরদের তালাশ করে নিয়ে এলো।

টীকা-২১২. প্রথমে আপনার 'আসা' (লাঠি)

টীকা-২১৩. যাদুকরগণ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি এ আদব প্রদর্শন করেছিলো যে, তাঁকে প্রথমে রেখেছে এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত নিজেদের যাদুকর্মে রত হয়নি। এ আদবের প্রতিদান তারা এটাই লাভ করেছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঈমান ও হিদায়ত দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-২১৪. এটা বলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর এজন্যই ছিলো যে, তিনি এসবের কোনটার পরোয়া করতেন না। আর এ কথারই পূর্ণ ভরসা

রাখতেন যে, তাঁর মু'জিযা'র সামনে যাদু ব্যর্থ ও পরাভূত হবে।

টীকা-২১৫. তাদের সামগ্রী, যার মধ্যে ছিলো বড় বড় রশি এবং তীর। তখন সেগুলো অজগরের মতো দেখাচ্ছিলো। আর ময়দান সেগুলো দ্বারা পরিপূর্ণই মনে হচ্ছিলো।

টীকা-২১৬. যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তা একটা বিরাটাকার অজগরে পরিণত হয়েছিলো। ইবনে যায়দ-এর অভিমত হচ্ছে- এ জমায়েতটা আলেক্জান্দ্রিয়ার মধ্যে হয়েছিলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর অজগরের লেজ সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। সেটা যাদুকরদের যাদুকর্মগুলোকে একটার পর একটা করে গ্রাস করতে লাগলো। আর যেসব রশি ও লাঠি, তারা একত্রিত করেছিলো, যা তিনশ উটের বোঝাই ছিলো সবই নিঃশেষ করেছিলো। যখন মূসা (আলায়হিস্ সালাম) সেটা আপন মুবারক হাতে উঠিয়ে নিলেন তখনই পূর্বের ন্যায় লাঠিই হয়ে গিয়েছিলো। আর সেটার আকার ও ওজন পূর্বাবস্থায়ই থেকে গেলো। এটা দেখে যাদুকরগণ বুঝতে পেরেছিলো যে, হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর 'লাঠি' 'যাদু' নয়। কোন মানবীয় শক্তি এমন অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারেনা। অবশ্যই এটা একটা আসমানী বিষয় (খোদায়ী হুকুম)। একথা বুঝতে পেরে তারা آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি) বলে সাজদাবনত হয়ে গেলো।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۝

যখন তারা নিক্ষেপ করলো (২১৫) তখন (তারা) লোকদের চোখে যাদু করলো ও তাদেরকে আতংকিত করলো এবং বড় যাদু আনলো।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۝

১১৭. এবং আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, 'তুমি আপন লাঠি নিক্ষেপ করো।' সুতরাং তৎক্ষণাৎ তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো (২১৬)।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১১৮. ফলে, সত্য প্রমাণিত হলো এবং তাদের কাজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۝

১১৯. অতঃপর এখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরলো।

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

১২০. এবং যাদুকরদেরকে সাজদায় পতিত করা হলো (২১৭)।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২১. (তারা) বললো, 'আমরা ঈমান আনলাম জগতের প্রতিপালকের উপর;

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১২২. যিনি প্রতিপালক মূসা ও হারূনের।'

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১২৩. ফিরআউন বললো, 'তোমরা এর উপর ঈমান নিয়ে এসেছো এর পূর্বেই যে, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেবো? এতো মহা চক্রান্ত, যা তোমরা সবাই (২১৮) শহরের মধ্যে প্রসার করেছো, যাতে শহরবাসীদেরকে তা থেকে বহিষ্কৃত করতে পারো (২১৯)। সুতরাং এখনই জেনে নেবে (২২০)।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

১২৪. শপথ (করে বলছি) যে, আমি তোমাদের এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলবো; অতঃপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো (২২১)।'

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝

১২৫. (তারা) বললো, 'আমরা আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (২২২)।

টীকা-২১৭. অর্থাৎ এ মু'জিযা দেখে তাদের মনে এমন প্রভাব পড়লো যে, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই সাজদাবনত হয়ে গেলো; মনে হচ্ছিলো যেন কেউ কপালসমূহ মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছে।

টীকা-২১৮. অর্থাৎ তোমরা এবং হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) সবাই একমত হয়ে

টীকা-২১৯. এবং নিজেরা এর (মিশর) উপর আধিপত্য বিস্তার করো বসো।

টীকা-২২০. যে, আমি তোমাদের সাথে কি ধরণের আচরণ করছি।

টীকা-২২১. নীল-নদের তীরে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা) বলেন যে, দুনিয়ায় সর্বপ্রথম শূল-বিদ্ধকারী ও সর্বপ্রথম হস্ত-পদ কর্তনকারী হচ্ছে ফির'আউন। ফিরআউনের উক্ত কথোপকথনের উপর যাদুকরগণ ঐ জবাব দিয়েছিলো, যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২২২. সুতরাং আমাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ কিসের? কেননা, মৃত্যুবরণ করে আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎ এবং তাঁর দয়া আমাদের ভাগ্যে জুটবে। আর যখন সবাইকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, কাজেই, তিনি নিজেই আমাদের ও তোমার মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন।

টীকা-২২৩. অর্থাৎ আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করো এবং এতো বেশী পরিমাণে দান করো, যেমন পানি কারো মাথার উপর ঢেলে দেয়া হয়।

টীকা-২২৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "এসব লোক দিনের প্রথমাংশে যাদুকর ছিলেন এবং ঐ দিনেরই শেষভাগে তাঁরা শহীদ হন।"

টীকা-২২৫. অর্থাৎ মিশরের মধ্যে তোমার বিরোধিতা করবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের দ্বীন বদলে ফেলবে। আর একথা তারা এজন্যই বলেছিলো যে, যাদুকরদের সাথে ছয় লক্ষ লোক ঈমান এনেছিলো। (মাদারিক)

টীকা-২২৬. অর্থাৎ- না তোমার উপাসনা করবে, না তোমার নির্দ্ধারিত দেবতাগুলোর। সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের জন্য বোত্ (প্রতিমা) তৈরী করে দিয়েছিলো এবং সেগুলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছিলো। আর বলতো, "আমি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং এসব মূর্তিরও।" কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, "ফিরআউন নাস্তিক (دهــرى) ছিলো। অর্থাৎ সে বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিলো। তার ধারণা ছিলো যে, এ নিম্ন জগতের ব্যবস্থাপক হচ্ছে- ওসব তারকা ও নক্ষত্র। এ কারণে সে তারকারাজির আকৃতিতে মূর্তি তৈরী করেছিলো। সেগুলোর নিজেও পূজা করতো এবং অন্যান্যদেরকেও সেগুলোর উপাসনা করার নির্দেশ দিতো। আর সে নিজেই নিজেকে গোটা দুনিয়ার আনুগত্য ও সেবার উপযোগী বলে দাবী করতো। এ কারণেই সে বলতো- أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى (আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক)।

টীকা-২২৭. ফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণের উক্তি- 'তুমি কি মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে এ জন্যই ছেড়ে দিচ্ছো যে, তারা যমীনে ফ্যাসাদ ছড়াবে?' এর মধ্যে উদ্দেশ্য ছিলো- ফির'আউনকে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করার জন্য উত্তেজিত করা। যখন তারা এমনি ভূমিকা পালন করলো, তখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাদেরকে শাস্তি অবতীর্ণ হবার ভয় দেখালেন। আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের ইচ্ছা আকাংখা পূরণ করার ক্ষমতা রাখতোনা। কেননা, সে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর মু'জিযার শক্তি দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিলো। সে কারণে সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "আমরা বনী ইস্রাঈলের পুত্রদেরকে হত্যা করবো, কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেবো।" এ'তে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'এভাবে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা হ্রাস করে তাঁর শক্তিকে খর্ব করবে।' আর জনসাধারণের সম্মুখে আপন সম্ভ্রম (!) রক্ষা করার জন্য সে একথাও বলেছিলো যে, "আমরা নিঃসন্দেহে তাদের উপর প্রতাপশালী।" কিন্তু ফিরআউনের এ কথায়- 'আমরা বনী ইস্রাঈলের পুত্রদেরকে হত্যা করবো', বনী ইস্রাঈলের মধ্যে কিছুটা দুশ্চিন্তার সঞ্চার হয়েছিলো। আর তারা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট এর অভিযোগ করলো। এর জবাবে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) এ কথাই বললেন, (যার বিবরণ এর পরে আসছে।)

টীকা-২২৮. তা-ই যথেষ্ট

টীকা-২২৯. মুসীবৎ ও আপদ-বিপদের উপর; এবং ভয় করোনা।

টীকা-২৩০. এবং মিশরের ভূ-খণ্ডও এর অন্তর্ভুক্ত;

টীকা-২৩১. এ কথা বলে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বনী ইস্রাঈলকে আশ্বাস দিলেন যে, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বনী-ইস্রাঈল তাদের জমি এবং শহরগুলোর মালিক হবে।

টীকা-২৩২. তাঁদের জন্য বিজয় ও সাফল্য এবং তাঁদের জন্যই প্রশংসনীয় প্রতিফল রয়েছে।

১২৬. এবং তোমার নিকট আমাদের কি মন্দ লেগেছে? এটাই নয় কি যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনগুলোর উপর ঈমান এনেছি, যখন সেগুলো আমাদের নিকট এসেছে? হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করো (২২৩) এবং আমাদেরকে মুসলমানরূপে উঠাও (২২৪)।'

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾

রুকূ' - পনের

১২৭. এবং ফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বললো, 'তুমি কি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে এ জন্যই ছেড়ে দিচ্ছো যে, তারা যমীনে ফ্যাসাদ ছড়াবে (২২৫) এবং মূসা তোমাকে এবং তোমার স্থাপিত দেবতাগুলোকে ছেড়ে দেবে (২২৬)?' (সে) বললো, 'এখন আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখবো। আর আমরা নিশ্চয় তাদের উপর প্রতাপশালী (২২৭)।'

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾

১২৮. মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললো, 'আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করো (২২৮) এবং ধৈর্য ধারণ করো (২২৯)। নিশ্চয় যমীনের মালিক আল্লাহ্ (২৩০); স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান উত্তরাধিকারী করেন (২৩১) এবং শেষ ময়দান পরহেয্গারদের হাতে (২৩২)।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾

টীকা-২৩৩. ফিরআউন ও ফিরআউনী সম্প্রদায় আমাদেরকে) বিভিন্ন ধরণের মুসীবতের শিকার করে রেখেছিলো এবং (তোমাদের) ছেলেদেরকে বহুল সংখ্যায় হত্যা করেছিলো।

টীকা-২৩৪. যে, এখন তারা আবার আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করার ইচ্ছে করছে। সুতরাং আমাদের সাহায্য কবে হবে? আর এ মুসীবতই বা কবে দূর করা হবে?

টীকা-২৩৫. এবং কিভাবে আল্লাহ্‌র নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো!

টীকা-২৩৬. এবং দারিদ্র ও ক্ষুধার মুসীবতে লিপ্ত করেছি;

১২৯. (তারা) বললো, 'আমরা নির্যাতিত হয়েছি আপনার আসার পূর্বে (২৩৩) এবং আপনার শুভাগমনের পরে (২৩৪)।' (তিনি) বললেন, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তার স্থলে যমীনের মালিক তোমাদেরকে করবেন। অতঃপর (তিনি) দেখবেন (তোমরা) কেমন কাজ করো (২৩৫)।'

قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

রুকূ' - ষোল

১৩০. এবং নিশ্চয় আমি ফিরআউনের অনুসারীদেরকে বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ এবং ফলগুলোর ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও করেছি (২৩৬); যাতে তারা উপদেশ মান্য করে (২৩৭)।

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ লাভ করতো (২৩৮), তখন বলতো, 'এটা আমাদের জন্যই' (২৩৯); আর যখন কোন অকল্যাণ পৌঁছতো তখন মূসা ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অমঙ্গলের জন্য দায়ী করতো (২৪০); শুনে নাও! তাদের অদৃষ্টের অশুভ পরিণাম তো আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে (২৪১); কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই অবগত নয়।

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

১৩২. এবং (তারা) বললো, 'তুমি যে কোন নিদর্শনই নিয়ে আমাদের নিকট আসবে না কেন, যাতে আমাদের উপর তা দ্বারা যাদু করতে পারো, আমরা কোন প্রকারেই তোমার উপর ঈমান আনয়নকারী নই (২৪২)।'

وَقَالُوا۟ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩. অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি তাদের উপর প্লাবন (২৪৩), পঙ্গপাল, ঘুণ (অথবা

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ

টীকা-২৩৭. এবং যেন কুফর ও অবাধ্যতা থেকে বিরত হয়।

ফিরআউন তার চারশ বছর বয়সের মধ্যে তিনশ বছরতো এমনই আরামে অতিবাহিত করেছে যে, এ (দীর্ঘ) সময়ের মধ্যে সে কখনো ব্যথা, জ্বর এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়নি। এখন দুর্ভিক্ষের কষ্ট তাদের উপর এ জন্য অবধারিত করা হয়েছে যেন তারা এ কষ্টেরই কারণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু তারা কুফরের মধ্যে এমনিভাবে মজবুত হয়েছিলো যে, তাদের দুঃখ-কষ্টের পরও তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

টীকা-২৩৮. এবং জিনিষপত্রের সহজলভ্যতা, আর্থিক সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও সুস্থতা পেতো।

টীকা-২৩৯. অর্থাৎ আমরা সেটার উপযোগীই এবং সেটাকে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলে জানতো না আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতোনা।

টীকা-২৪০. আর বলতো যে, এসব বালা-মুসীবত তাঁদের কারণেই এসেছে। যদি এঁরা না হতেন, তবে এসব মুসীবতও আসতোনা।

টীকা-২৪১. তিনি যা অদৃষ্টে লিখেছেন তাই আসে; আর এটা তাদের কুফরের কারণেই (এসেছে)। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, "অর্থ এ যে, বড় অকল্যাণ তো সেটাই, যা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অবধারিত রয়েছে, অর্থাৎ দোযখের শাস্তি।"

টীকা-২৪২. যখন তাদের অবাধ্যতা এ পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ (অভিশম্পাত) করলেন। তাঁর দো'আ (প্রার্থনা) ছিলো আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাঁর বদ-দো'আ (অভিশম্পাত) গ্রহণ করা হয়েছিলো।

টীকা-২৪৩. যখন যাদুকরগণ ঈমান আনার পরও ফিরআউনের অনুসারীগণ তাদের কুফর ও অবাধ্যতার উপর অটল থেকে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ একের পর এক আসতে লাগলো। কেননা, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দো'আ করেছিলেন, "হে প্রতিপালক! ফিরআউন দুনিয়ার মধ্যে অত্যন্ত অবাধ্য হয়ে গেছে এবং তার সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে এমন শাস্তিতে লিপ্ত করুন, যা'র তারা উপযোগী হয় এবং আমার সম্প্রদায় ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা হয়।"

তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্লাবন (তুফান) প্রেরণ করলেন। মেঘ এলো। অন্ধকার হয়ে গেলো। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। ক্বিবতীদের (ফিরআউনের

সম্প্রদায়) ঘরগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত তাদের তাতে দণ্ডায়মান হয়ে থাকতে হলো এবং পানি তাদের গলার হাড় পর্যন্ত উঠে গিয়েছিলো; তাদের মধ্যে যারা বসা ছিলো তারা নিমজ্জিত হলো। না এদিক সেদিক নড়াচড়া করতে পারতো, না কোন কাজ করতে পারতো। এক শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত সাতদিন যাবত এই মুসীবতের মধ্যে লিপ্ত রইলো। বনী-ইস্রাঈলের ঘর তাদের ঘরের সাথে সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাদের ঘরে পানি ঢুকেনি। যখন এসব লোক ক্লান্ত হয়ে গেলো তখন তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর নিকট আরয করলো, "আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন এ মূসীবত অপসারিত হয়। তখন আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো। আর বনী ইস্রাঈলকে আপনার সাথে প্রেরণ করবো।"

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম প্রার্থনা করলেন। প্লাবনের মূসীবত অপসারিত হলো। দুনিয়ায় এমনই সজীবতা আসলো, যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ক্ষেত ভালই হলো। বৃক্ষগুলো ভালো ফল দিলো। তখন ফিরআউনী সম্প্রদায় বলতে লাগলো, "সে-ই পানি তো নি'মাত ছিলো।" আর ঈমান আনলোনা।

একটা মাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'পঙ্গপাল' প্রেরণ করলেন। সেগুলো ক্ষেত-ফসল ও ফল-মূল, গাছের পাতা, ঘরের দরজা, ছাদ, তক্তা এবং অন্যান্য সামগ্রী, এমন কি লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেললো এবং ক্বিবতীদের ঘর ভর্তি হয়ে গেলো। (কিন্তু) বনী-ইস্রাঈলের ঘরে প্রবেশ করলোনা। আর ক্বিবতীগণ পেরেশান হয়ে আবার হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট দো'আর প্রার্থনা করলো; ঈমান আনার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। এর উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করলো। সাতদিন, অর্থাৎ শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত পঙ্গপালের সংকটের মধ্যে লিপ্ত রইলো। অতঃপর হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আ-প্রার্থনার কারণে রক্ষা পেলো। (কিন্তু) তারা ক্ষেত ও ফলমূল যা কিছু অবশিষ্ট রইলো তা দেখে বলতে লাগলো, "এতটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আমাদের ধর্ম (!) ত্যাগ করবোনা।" সুতরাং তারা ঈমান আনলোনা। অঙ্গীকার পূরণ করলো না এবং নিজেদের গর্হিত কাজেই লিপ্ত হয়ে থেকে গেলো। একমাস শান্তিতে অতিবাহিত করলো।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উকুন (قُمَّل) প্রেরণ করলেন। এ ক্ষেত্রে তাফসীরকারদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তা ছিলো ঘুন"। কেউ কেউ বলেন, "উকুন"। কেউ কেউ বলেন, 'অন্য একটা ক্ষুদ্র কীট'। এসব কীট যেসব ক্ষেতের ফসল ও ফলমূল অবশিষ্ট ছিলো সবই খেয়ে ফেললো। পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়তো এবং শরীরের চামড়া কামড়াতে আরম্ভ করতো। খাদ্যের মধ্যে ভর্তি হয়ে যেতো। যদি কেউ দশ বস্তা গম চাক্কিতে পেষণের জন্য নিয়ে যেতো, তখন তা থেকে মাত্র তিন সের ফিরিয়ে আনতে পারতো। অবশিষ্ট সবটুকুই কীটগুলো খেয়ে ফেলতো। এ কীটগুলো ফিরআউনী সম্প্রদায়ের লোকদের চুল এবং চোখের ভ্রূ ও পলক পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো। শরীরের মধ্যে জল-বসন্তের দানার ন্যায় হয়ে ভরে যেতো। শয়ন করা পর্যন্ত তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। এ মুসীবতের কারণে ফিরআউনীরা আর্তনাদ করতে লাগলো। আর তারা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট আরয করলো, "আমরা তাওবা করছি। আপনি এ 'বালা' অপসারিত হবার জন্য প্রার্থনা করুন।" সুতরাং সাতদিন পর এ মুসীবতও হযরত (মূসা আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আয় দূরীভূত হয়েছিলো। কিন্তু ফিরআউনী সম্প্রদায় আবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং পূর্বের চেয়েও অধিক খারাপ কাজে লিপ্ত হলো। একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হবার পর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আবার বদ-দো'আ করলেন।

كَلْنى অথবা উকুন),ব্যাঙ এবং রক্ত। পৃথক পৃথক নিদর্শনসমূহ (২৪৪); অতঃপর তারা অহংকার করলো (২৪৫) এবং তারা অপরাধী সম্প্রদায় ছিলো।	وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝١٣٣

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'ব্যাঙ' পাঠালেন এবং এমন অবস্থা হলো যে, মানুষ বসতো অমনি মজলিস ব্যাঙে ভরে যেতো। কথা বলার জন্য মুখ খুলতো, তখন ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে পড়তো। হাড়ি পাতিলে ব্যাঙ। খাদ্য-দ্রব্যে ব্যাঙ। চুলার মধ্যেও ব্যাঙ ভর্তি হয়ে যেতো, চুলার আগুন নিভে যেতো। বিছানায় শয়ন করলে শরীরের উপর বসে পড়তো। এ মুসীবতের কারণে ফিরআউনীরা কেঁদে ফেললো। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট আরয করলো, "এবার আমরা পাকাপাকি তাওবা করছি।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়ে দো'আ করলেন। সুতরাং সাতদিন পর এ মুসীবতও দূরীভূত হলো। একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হলো। কিন্তু আবারও তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং তাদের পূর্বের কুফরের দিকে ধাবিত হলো। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আবার বদ-দো'আ করলেন।

অতঃপর সমস্ত কূপের পানি, নদীর পানি, ঝরণার পানি, নীল নদের পানি, মোট কথা, সব ধরণের পানি তাদের জন্য তাজা রক্তে পরিণত হলো। তারা ফির'আউনের নিকট এর অভিযোগ করলো। সে জবাবে বলতে লাগলো, "হযরত মূসা যাদু দ্বারা তোমাদের 'নজরবন্দ' করেছে মাত্র।" তারা বললো, "কেমন নজরবন্দী আবার? আমাদের পাত্রে তাজা রক্ত ব্যতীত পানির নাম নিশানা পর্যন্ত নেই।" তখন ফিরআউন নির্দেশ দিলো যেন ক্বিবতী ও বনী ইস্রাঈল একই পাত্র থেকে পানি নেয়। অতঃপর যখন বনী ইস্রাঈল পানি উঠাতো তখন তা পানিই বের হতো। (কিন্তু) ক্বিবতীরা উঠালে সে পাত্র থেকে তাজা রক্তই বের হতো। এমনকি, ফিরআউনী নারীগণ পিপাসায় কাতর হয়ে বনী-ইস্রাঈলের নারীদের নিকট আসলো আর তাদের নিকট পানি চাইলো। তখন পানি তাদের পাত্রে আসতেই তা রক্তে পরিণত হলো। তখন ফিরআউনী নারীরা বলতে লাগলো, "তোমরা মুখে পানি নিয়ে আমাদের মুখের মধ্যে কুল্লি করো।" যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পানি বনী ইস্রাঈলী নারীর মুখে থাকতো ততক্ষণ পানিই থাকতো। আর যখনই ফিরআউনী নারীর মুখে আসলো তখনই তা রক্তে পরিণত হয়ে গেলো। ফিরআউন নিজেও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো। তখন সে ভেজা গাছের রস চুষতে আরম্ভ করলো। আর সেই রস তার মুখে পৌঁছতেই রক্ত হয়ে গেলো। সাতদিন পর্যন্ত রক্ত ব্যতীত কারো পক্ষে কোন কিছু পান করা সম্ভবপর হয়নি। তখন তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট প্রার্থনা করার জন্য দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামও দো'আ করলেন। এ বিপদও অপসারিত হলো; কিন্তু তখনও তারা ঈমান আনেনি।

টীকা-২৪৪. একের পর অপরটা। আর প্রত্যেকটা শাস্তি এক সপ্তাহ যাবৎ স্থায়ী হতো এবং পূর্ববর্তী শাস্তি থেকে (মধ্যখানে) এক মাসের ব্যবধান থাকতো।

টীকা-২৪৫. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনেনি

১৩৪. এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসতো, (তখন তারা) বলতো, 'হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো! ঐ অঙ্গীকারের কারণে, যা তাঁর তোমার সাথে রয়েছে (২৪৬)। নিশ্চয়, যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করে নাও, তবে আমরা অবশ্যই তোমার উপর ঈমান আনবো এবং বনী-ইস্রাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবো।'

১৩৫. অতঃপর যখনই আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে পর্যন্ত তারা পৌঁছার রয়েছে তখনই তারা ফিরে যেতো।

১৩৬. সুতরাং আমি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ দিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি (২৪৭), এ জন্য যে, (তারা) আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো এবং সেগুলো সম্পর্কে অনবগত ছিলো (২৪৮)।

১৩৭. এবং আমি সেই সম্প্রদায়কে (২৪৯), যাদেরকে দমিয়ে রাখা হয়েছিলো, ঐ যমীন (২৫০)-এর পূর্ব-পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করেছি, যাতে আমি বরকত রেখেছি (২৫১); এবং তোমার প্রতিপালকের উত্তম প্রতিশ্রুতি বনী-ইস্রাঈলের উপর পূর্ণ হয়েছে; তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ; আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (২৫২) যা কিছু ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় গড়তো এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করতো।

১৩৮. এবং আমি (২৫৩) বনী-ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি; অতঃপর তাদের এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আগমন ঘটেছিলো, যারা আপন আপন প্রতিমার সামনে আসন পেতে বসেছিলো (২৫৪)। বললো, 'হে মূসা! আমাদের জন্য একটা এমন খোদা বানিয়ে দাও; যেমন তাদের জন্য এতগুলো রয়েছে।' বললো, 'তোমরা নিশ্চয় একটা মূর্খ সম্প্রদায় (২৫৫)।

১৩৯. এ অবস্থা তো ধ্বংস হবারই, যার মধ্যে এসব (২৫৬) লোক রয়েছে এবং (তারা) যা কিছু করছে তা নিরেট ভ্রান্ত।'

১৪০. (তিনি আরো) বললেন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য কি অন্য কোন খোদা খুঁজবো? অথচ তিনি তোমাদেরকে গোটা যুগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (২৫৭)।'

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۚ لَئِن
كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ
لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم
بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا
فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ
بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا
كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا
عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ
قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ
آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ
مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ
فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

টীকা-২৪৬. কারণ, তিনি আপনার দো'আ কবূল করবেন।

টীকা-২৪৭. অর্থাৎ নীল নদের মধ্যে। যখন তাদেরকে বারংবার শাস্তি থেকে উদ্ধার করা হলো এবং তারা কোন অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলো না আর ঈমানও আনলোনা এবং কুফরও পরিহার করলোনা, তখন মেয়াদ পূর্ণ হবার পর, যা তাদের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছিলো, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

টীকা-২৪৮. (সেগুলো নিয়ে) মূলতঃ চিন্তা-ভাবনা করতোনা।

টীকা-২৪৯. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে,

টীকা-২৫০. অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়া

টীকা-২৫১. নদ-নদী, বৃক্ষাদি, ফল-মূল, ক্ষেত-খামার এবং ফসলের আধিক্য দ্বারা;

টীকা-২৫২. উক্ত সব ইমারত, অট্টালিকা এবং বাগানসমূহ।

টীকা-২৫৩. ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ১০ই মুহররম সমুদ্রে নিমজ্জিত করার পর

টীকা-২৫৪. এবং সেগুলোর উপাসনা করতো। ইবনে জুরায়জ বলেছেন যে, ঐসব প্রতিমা গাভীর আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছিলো। সেগুলো দেখে বনী-ইস্রাঈল

টীকা-২৫৫. কারণ, এতগুলো নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও একথা অনুধাবন করেনি যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই। আর অন্য কারো ইবাদত করা বৈধও নয়।

টীকা-২৫৬. মূর্তি পূজারী

টীকা-২৫৭. অর্থাৎ খোদা তা হতে পারেনা, যাকে খুঁজে তৈরী করে নেয়া হয়। খোদা হচ্ছেন তিনিই, যিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কেননা, তিনি অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

১৪১. এবং স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো; তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো। আর সেটার মধ্যে প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ রয়েছে (২৫৮)।

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ
سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ
يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۱﴾

রুকূ' – সতের

১৪২. এবং আমি মূসার সাথে (২৫৯) ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছি এবং সেগুলোর মধ্যে (২৬০) আরো দশটা বৃদ্ধি করে পূর্ণ করেছি। সুতরাং তাঁর প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ চল্লিশ রাতেরই হলো (২৬১); এবং মূসা (২৬২) তাঁর ভাই হারূনকে বললো, 'আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিরূপে থাকবে এবং সংশোধন করবে, আর ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথকে দখল দিওনা।'

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا
بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ
وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ
فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪৩. এবং যখন মূসা আমার ওয়াদার উপর হাযির হলো এবং তার সাথে তার প্রতিপালক কথা বললেন (২৬৩), (তখন) আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপন দর্শন দাও! আমি তোমাকে দেখবো।' (তিনি) বললো, 'তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা (২৬৪); বরং এ পাহাড়ের প্রতি দেখো। এটা যদি স্বস্থানে

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ
رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ
قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ
فَاِنِ

টীকা-২৫৮. অর্থাৎ যখন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে এমন মহা অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তখন তোমাদের জন্য কিভাবে একথা শোভা পাবে যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে?

টীকা-২৫৯. 'তাওরীত' দান করার জন্য যিলক্বদ মাসের

টীকা-২৬০. যিলহজ্জ্ব মাসের

টীকা-২৬১. বনী-ইস্রাঈলের সাথে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর ওয়াদা ছিলো যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুশমন ফিরআউনকে ধ্বংস করে দেবেন তখন তিনি তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা কিতাব আনয়ন করবেন; যার মধ্যে হালাল ও হারামের বর্ণনা থাকবে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনকে ধ্বংস করলেন, তখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আপন প্রতিপালকের নিকট সেই কিতাব অবতারণ করার দরখাস্ত করলেন। নির্দেশ হলো- "ত্রিশটা রোযা রাখো।" যখন তিনি রোযাগুলো পূর্ণ করলেন, তখন তাঁর মুখ মুবারক থেকে এক প্রকার গন্ধ অনুভূত হলো। তখন তিনি মিস্ওয়াক করে নিলেন। ফিরিশ্তাগণ আরয করলেন, "আমাদের নিকট আপনার মুখ মুবারক থেকে অতি প্রিয় খুশ্বু আসতো। আপনি মিস্ওয়াক করে তা নিঃশেষ করে দিলেন।" আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, "যিলহজ্জ্ব মাসে (আরো) দশটা রোযা রাখো।" আরো এরশাদ করলেন, "হে মূসা! তুমি কি জানোনা যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার নিকট 'মিশ্ক'-এর খুশ্বু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়?"

টীকা-২৬২. পাহাড়ের উপর মুনাজাতের জন্য যাওয়ার সময়

টীকা-২৬৩. আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথে কথা বলেছেন। এর উপর আমাদের ঈমান রয়েছে। আর আমাদের নিকট কি বাস্তব যুক্তি রয়েছে যে, আমরা কথোপকথনের বস্তুবতা সম্পর্কে বিতর্ক করবো?

হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয় যে, যখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার জন্য হাযির হলেন, তখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করলেন। পবিত্র পোশাক পরিধান করলেন এবং রোযা রেখে 'তূর-ই-সীনা' (তূর পাহাড়)-এর উপর উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা একখণ্ড মেঘ অবতীর্ণ করলেন যা চতুর্দিক থেকে পাহাড়কে চার 'ফরসঙ্গ' (১২ মাইল) পরিমাণ এলাকা জুড়ে ঢেকে নিয়েছিলো। শয়তানগণ এবং যমীনের প্রাণী, এমন কি সাথে অবস্থানকারী ফিরিশতাদেরকেও সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। আর তাঁর জন্য আসমান খুলে দেয়া হয়েছিলো। তখন তিনি স্বচক্ষে ফিরিশ্তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, তাঁরা হাওয়ার উপর দণ্ডায়মান রয়েছেন আর তিনি আল্লাহ্‌র আরশকেও পরিষ্কারভাবে দেখেছিলেন। এমন কি তিনি 'ফলকসমূহে'র উপর 'কলম'-এর আওয়াজও শুনতে পান। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেন। তিনি আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তাঁর দরখাস্তগুলো পেশ করলেন। তিনি স্বীয় মহান বাণী শুনিয়ে তাঁকে ধন্য করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর সাথে ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) কে যা বলেছিলেন, তা তিনি (হযরত জিব্রাঈল) কিছুই শুনেন নি। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহর সাথে কথা বলে যেই তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তা তাঁকে আল্লাহর সাক্ষাতের প্রতি একান্ত আগ্রহী করে তুলেছিলো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-২৬৪. এ চক্ষুদ্বয় দ্বারা এবং দরখাস্ত করে; কিন্তু আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ (দর্শন লাভ) দরখাস্ত ব্যতিরেকে, শুধু তাঁরই বদান্যতা ও অনুগ্রহক্রমে অর্জিত হবে। তাও এ নশ্বর চক্ষে নয় বরং চিরস্থায়ী চোখ দ্বারাই অর্থাৎ কোন মানব আমাকে দুনিয়ার মধ্যে দেখার শক্তি রাখেনা। আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলেন নি, "আমাকে দেখা সম্ভবপর নয়।" এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ (দীদার) সম্ভব, যদিও তা দুনিয়ায় সম্ভবপর না হয়। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহে

বর্ণিত হয় যে, ক্বিয়ামত দিবসে মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রতিপালক মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার দীদার (দর্শন দান) দ্বারা ধন্য করা হবে।

তাছাড়া, হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) ছিলেন আল্লাহ্র পরিচিতি সম্পন্ন। যদি আল্লাহ্র দীদার অসম্ভব হতো, তবে তিনি কখনো 'দীদার' বা দর্শন লাভের জন্য দরখাস্ত করতেন না।

টীকা-২৬৫. এবং পাহাড় স্থির থাকা 'সম্ভব ব্যাপার' (امر ممكن)। কেননা, সে সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- جَعَلَهُ دَكًّا (অর্থাৎ) "সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো।" সুতরাং যে বস্তুটা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট (مجعول) হয় এবং যেটাকে তিনি 'মওজুদ' সাব্যস্ত করেছেন, সম্ভবপর সেই বস্তুটা 'মওজুদ' হবেনা যদি সেটাকে তিনি 'মওজুদ' না করেন। কেননা, তিনি আপন কাজে পূর্ণ ইখ্তিয়ার সম্পন্ন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় স্থির থাকা একটা সম্ভব ব্যাপার (امر ممكن); অসম্ভব (محال) নয়। আর যে বস্তুকে কোন 'সম্ভব' বস্তুর উপর নির্ভরশীল (সম্পৃক্ত) করা হয়, তবে সেটাও সম্ভবই হয়ে থাকে, অসম্ভব (محال) হয়না। সুতরাং আল্লাহ্র দীদার, যেটাকে পাহাড়ের স্থির থাকার উপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাও একটা সম্ভবপর বিষয় হলো। কাজেই ঐসব লোকের কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, যারা আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করাকে অসম্ভব বলে থাকে।

টীকা-২৬৬. বনী-ইস্রাঈলের মধ্য থেকে।

টীকা-২৬৭. তাওরীতের; যা সংখ্যায় সাতটা ছিলো কিংবা দশটা। সেগুলো 'যবরজদ' (পান্নাবিশেষ) কিংবা 'যুমাররদ' (পান্না) পাথরের ছিলো।

টীকা-২৬৮. সেটার বিধানাবলী মোতাবেক আমল করে।

টীকা-২৬৯. যা পরকালে তাদের ঠিকানা। হযরত হাসান ও আতা বলেছেন যে, নির্দেশ অমান্যকারীদের 'বাসস্থান' মানে 'জাহান্নাম'। হযরত কাতাদার অভিমত অনুসারে অর্থ হচ্ছে, 'আমি তোমাদেরকে সিরিয়ায় প্রবেশ করাবো এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণের বাসস্থান সমূহ দেখাবো, যারা আল্লাহ্র বিরোধিতা করেছিলো; যাতে তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।' হযরত আতিয়া 'আওফীর অভিমত হচ্ছে- 'নির্দেশ অমান্যকারীদের বাসস্থান' (دار الفاسقين) বলতে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ঘর-বাড়ীর কথাই বুঝায়, যেগুলো মিশরে অবস্থিত। সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'এটা দ্বারা কাফিরদের বাসস্থানসমূহ বুঝায়।' কালবী বলেছেন, "(সেগুলো দ্বারা) 'আদ, সামূদ এবং অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহের ঘর-বাড়ী বুঝায়, যেগুলোর উপর দিয়ে আরবের লোকেরা তাদের সফরগুলোর মধ্যে অতিক্রম করতো।"

টীকা-২৭০. হযরত যুন্নূন (কুদ্দিসা সিররুহু) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা 'ক্বোরআনের প্রজ্ঞা' দ্বারা ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহকে মর্যাদা সম্পন্ন করেন না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে- যেসব লোক আমার বান্দাদের উপর জোর যুলুম চালায় এবং আমার ওলী বা বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ গ্রহণ এবং সত্যায়ন করার দিক থেকে ফিরিয়ে দেবো। যাতে তারা আমার উপর ঈমান না আনে। এটা তাদের গোঁড়ামীর শাস্তি যে, তাদেরকে হিদায়ত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

টীকা-২৭১. এটাই দম্ভ করার প্রতিফল, দাম্ভিকের পরিণাম।

اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

স্থির থাকে, তবে তুমি অনতিবিলম্বে আমাকে দেখে নেবে (২৬৫)।' অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের উপর আপন নূর প্রজ্জ্বলিত করলেন, তখন ওটা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরে পেলো (তখন) বললো, 'পবিত্রতা তোমার, আমি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি সবার মধ্যে প্রথম মুসলমান হই (২৬৬)।'

قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. (তিনি) বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে মনোনীত করে নিয়েছি স্বীয় রিসালত (-এর বাণীসমূহ) এবং স্বীয় বাক্যালাপ দ্বারা; সুতরাং গ্রহণ করো আমি তোমাকে যা দান করেছি এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হও।'

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. এবং আমি তার জন্য 'ফলকসমূহে (২৬৭) লিখে দিয়েছি প্রত্যেক কিছুর উপদেশ এবং প্রত্যেক জিনিষের বিশদ বিবরণ; এবং বললেন, 'হে মূসা! সেটা শক্তভাবে ধরো এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন সেটার উত্তম কথাগুলো গ্রহণ করে নেয় (২৬৮)। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাবো নির্দেশ অমান্যকারীদের ঘর (২৬৯)।

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا

১৪৬. এবং আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের অহংকার প্রকাশ করতে চায় (২৭০) এবং যদি সমস্ত নিদর্শনও তারা দেখে নেয় তবুও তারা সেগুলোর উপর ঈমান আনবেনা; এবং যদি হিদায়তের পথও দেখে নেয় তবুও তাতে চলা পছন্দ করবেনা (২৭১)।

টীকা-২৭২. 'তূর' এর প্রতি, স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে, মুনাজাতের জন্য যাবার

টীকা-২৭৩. যেগুলো তারা ফির'আউনের সম্প্রদায় থেকে তাদের ঈদ-উৎসবের জন্য ধার করে নিয়েছিলো।

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

আর ভ্রান্তির পথ দেখলে সেটা দিয়ে চলার জন্য উপস্থিত হয়ে যাবে। এটা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সেগুলো সম্বন্ধে গাফিল হয়ে থাকে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১৪৭. এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। তারা কী প্রতিফল পাবে, কিন্তু তা-ই, যা তারা করতো।'

রুকূ' - আঠার

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

১৪৮. এবং মূসার (২৭২) পর তাঁর সম্প্রদায় তাদের অলংকারাদি দ্বারা (২৭৩) এক গো-বৎস পড়ে বসলো, এক প্রাণহীনের অবয়ব (২৭৪), গাভীর ন্যায় আওয়াজ করতো। তারা কি দেখলোনা যে, তা তাদের সাথে না কথা বলছে এবং না তাদেরকে কোন পথ দেখাচ্ছে (২৭৫)? তারা সেটাকে গ্রহণ করেছে এবং তারা যালিম ছিলো (২৭৬)।

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

১৪৯. এবং যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং বুঝতে পারলো যে, তারা বিপথগামী হয়েছে, তখন বললো, 'যদি আমাদের প্রতিপালক আমাদের উপর দয়া না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰى إِلٰى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

১৫০. এবং যখন মূসা (২৭৭) স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন রাগে পরিপূর্ণ ও ক্ষুব্ধাবস্থায় (২৭৮), বললো, 'তোমরা আমার কতই নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছো আমার পরে (২৭৯)! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশের পূর্বে ত্বরা করলে (২৮০)?' এবং ফলকগুলো ফেলে দিলো (২৮১) আর স্বীয় ভাইয়ের মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো (২৮২)। বললো, 'হে আমার সহোদর (২৮৩)! সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম হয়েছিলো। সুতরাং তুমি আমার উপর শত্রুদেরকে হাসিয়োনা (২৮৪) এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করোনা (২৮৫)।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا

১৫১. (হযরত মূসা) আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো (২৮৬) এবং আমাদেরকে তোমার

টীকা-২৭৪. এবং সেটার মুখের ভিতর হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচের মাটি ঢুকিয়ে দিয়েছিলো; যার প্রভাবে সেটা

টীকা-২৭৫. অসম্পূর্ণ, অক্ষম এবং জড় পদার্থ মাত্র। অথবা হোক প্রাণী; উভয় অবস্থাতেই এ যোগ্যতা রাখেনা যে, সেটার উপাসনা করা যেতো।

টীকা-২৭৬. যেহেতু, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং এমনি এক অক্ষম ও অসম্পূর্ণ গো-বৎসের পূজা করেছিলো।

টীকা-২৭৭. স্বীয় প্রতিপালকের সাথে গোপন আলাপ করে ধন্য হয়ে 'তূর' (পাহাড়) থেকে

টীকা-২৭৮. এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, সামেরী তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে,

টীকা-২৭৯. যে, লোকদেরকে গো-বৎসের পূজা করা থেকে বাধা দাওনি।

টীকা-২৮০. এবং আমি তাওরীত নিয়ে আসার অপেক্ষা করলেনা?

টীকা-২৮১. 'তাওরীত'-এর; হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-২৮২. কেননা, হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর নিকট, তাঁর সম্প্রদায় এমন নিকৃষ্টতম পাপাচারে লিপ্ত হওয়া অতিমাত্রায় কষ্টকর ও অসহনীয় ছিলো। তখন হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে

টীকা-২৮৩. আমি সম্প্রদায়কে বাধা দানে এবং তাদেরকে সদুপদেশ প্রদানে কোন কার্পণ্য করিনি, কিন্তু

টীকা-২৮৪. এবং আমার সাথে এমন আচরণ করোনা, যাতে তারা খুশী হয়।

টীকা-২৮৫. হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আপন ভাইয়ের ওযর গ্রহণ করে আল্লাহ্র দরবারে

টীকা-২৮৬. যদি আমাদের মধ্যে কারো থেকে কোন অতিরঞ্জন কিংবা কার্পণ্য হয়ে থাকে। এ প্রার্থনাটা তিনি ভাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং শত্রুদের আস্ফালন প্রশমনের জন্য করেছিলেন

দয়ার মধ্যে আশ্রয় দাও আর তুমিই সর্বাধিক দয়াময়।'

فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِينَ ﴿١٥١﴾

রুকূ' – উনিশ

১৫২. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা গো-বৎসকে গ্রহণ করে বসেছে, অনতিবিলম্বে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে পার্থিব জীবনে; এবং আমি এভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩. এবং যারা অসৎ কার্যাদি করেছে এবং সেগুলোর পরে তাওবা করেছে ও ঈমান এনেছে; অতঃপর, এরপরে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু (২৮৭)।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৪. এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন এবং সেগুলোর লিখিত বিষয়াদির মধ্যে পথ–নির্দেশ ও রহমত রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. এবং মূসা আপন সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার প্রতিশ্রুতির জন্য মনোনীত করলো (২৮৮)। অতঃপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো (২৮৯), তখন মূসা আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে তো পূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারতে (২৯০); তুমি কি আমাদেরকে সেই কাজের জন্য ধ্বংস করবে, যা আমাদের নির্বোধ লোকেরা করেছে (২৯১)? ওটা তো নয়, কিন্তু তোমার পরীক্ষা করা। তুমি তা দ্বারা বিপথগামী করো যাকে চাও এবং সৎপথে পরিচালিত করো যাকে ইচ্ছা করো। তুমি আমাদের মুনিব; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো। আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল।

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬. এবং আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় কল্যাণ লিপিবদ্ধ করো (২৯২) এবং আখিরাতেও, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি।' বললেন (২৯৩), 'আমার শাস্তি আমি যাকে চাই দিয়ে থাকি (২৯৪), আর আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে (২৯৫); সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি (২৯৬) নি'মাতসমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭. ঐসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ রসূল, পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার (২৯৭),

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

টীকা-২৮৭. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, গুনাহ্ চাই ছোট হোক কিংবা বড়; যখনই বান্দা তা থেকে তাওবা করে, তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপা দ্বারা সেসবই ক্ষমা করে দেন।

টীকা-২৮৮. যে, তারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হয়ে সম্প্রদায়ের গো-বৎস পূজার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে সাথে নিয়ে হাযির হলেন।

টীকা-২৮৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, 'ভূমিকম্প' দ্বারা আক্রান্ত হবার কারণ এ ছিলো যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন গো-বৎস দাঁড় করিয়েছিলো তখন এসব লোক তাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়নি। (খাযিন)

টীকা-২৯০. অর্থাৎ নির্দ্ধারিত সময়ে হাযির হবার পূর্বে, যাতে বনী ইস্রাঈল তাদের সবার ধ্বংস নিজেদের চোখে দেখে নিতো এবং তাদের আমার বিরুদ্ধে হত্যার অপবাদ দেয়ার সুযোগ হতো না।

টীকা-২৯১. অর্থাৎ আমাদেরকে ধ্বংস করোনা এবং তোমারই দয়া ও করুণা করো।

টীকা-২৯২. এবং আমাদেরকে আনুগত্য করার শক্তি প্রদান করুন!

টীকা-২৯৩. আল্লাহ্ তা'আলা, হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে

টীকা-২৯৪. আমার ইখতিয়ার আছে, সবাই আমার মালিকানাধীন ও বান্দা। কারো আপত্তি করার অধিকার নেই।

টীকা-২৯৫. দুনিয়ার মধ্যে ভাল ও মন্দ সবাই পেয়ে থাকে;

টীকা-২৯৬. আখিরাতের

টীকা-২৯৭. এখানে 'রসূল' দ্বারা, মুফাস্সিরগণের ঐকমত্যানুসারে, বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রশংসা 'রিসালাতের গুণ' সহকারে আরম্ভ করা হয়েছে। কেননা, তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যখানে

'মাধ্যমই'। তিনি 'রিসালত'-এর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ, শরীয়ত ও বিধানাবলী তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

অতঃপর তাঁর গুণাবলীর মধ্যে 'নবী'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর অনুবাদ হযরত 'অনুবাদক' (কুদ্দিসা সিররুহু) 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা' দ্বারা করেছেন। এটা অতি বিশুদ্ধ অনুবাদ। কেননা, (আরবীতে) نَبَأٌ খবরকেই বলা হয়; যা 'জ্ঞান'-এরই অর্থবোধক এবং মিথ্যার লেশ থেকেও শূন্য বা পবিত্র হয়। পবিত্র ক্বোরআনে উক্ত শব্দটা এ অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে– قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ (অর্থাৎঃ আপনি বলুন, তা হচ্ছে– মহা সংবাদ)।

অপর এক জায়গায় এরশাদ করেছেন– تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ (অর্থাৎ সেগুলো হচ্ছে– অদৃশ্যের সংবাদগুলো, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করি)।

আরেক জায়গায় এরশাদ করেন– فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ (অর্থাৎঃ অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে সেগুলোর নামসমূহের সংবাদ দিলেন)

আরো বহু স্থানে এ শব্দটা এ অর্থেই এরশাদ করা হয়েছে।

অতঃপর এ শব্দটা (نَبِىّ) হয়ত 'কর্তা' (فاعل) অর্থে ব্যবহৃত অথবা 'কর্ম' (مفعول) অর্থে ব্যবহৃত। প্রথমোক্ত অর্থে 'নবী' শব্দের অর্থ দাঁড়াবে 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা'। আর শেষোক্ত অর্থে সেটার অর্থ হবে– 'অদৃশ্যের সংবাদ প্রদত্ত'। উভয় অর্থের সমর্থন পবিত্র ক্বোরআন থেকেই পাওয়া যায়।

প্রথমোক্ত অর্থের সমর্থন এ আয়াতে মিলে- نَبِّئْ عِبَادِىْ (অর্থাৎ আপনি আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দিন।)

অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে– قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ (অর্থাৎঃ আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো?)

আর এ জাতীয় অর্থের শামিল হযরত ঈসা মসীহ্ আলায়হিস্ সালামের সেই বাণী– যা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে–
اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ (অর্থাৎঃ আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যা তোমরা আহার করবে এবং যা তোমরা জমা রাখছো)।

শেষোক্ত অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এ আয়াতে– نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ (অর্থাৎঃ আমাকে সর্বজ্ঞাতা, সর্ববিষয়ে অবগত সত্তা সংবাদ দিয়েছেন)।

আর প্রকৃতপক্ষে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) অদৃশ্যের সংবাদদাতাই হয়ে থাকেন। 'তাফসীর-ই-খাযিন'-এ বর্ণিত হয় যে, তাঁর (দঃ) গুণাবলীর মধ্যে একটা 'নবী' বলেছেন। কেননা, 'নবী' হওয়া সর্বাধিক উচ্চ ও অভিজাত মর্যাদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তা এ কথাই প্রকাশ করে যে, তিনি আল্লাহর নিকট অতি উন্নত মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট থেকে সংবাদদাতা।

সূরা ঃ ৭ আ'রাফ	৩১২	পারা ঃ ৯
যাঁকে লিপিবদ্ধ পাবে নিজেদের নিকট তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে (২৯৮); তিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন এবং অসৎ কার্যে বাধা		الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
	মানযিল - ২	

'উম্মী' শব্দের 'অনুবাদ' হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু) ' بے پڑھے ' বা 'পড়াবিহীন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ অনুবাদটা হুবহু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা)-এর বর্ণনা মোতাবেকই হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে 'উম্মী' হওয়া তাঁর মু'জিযাসমূহের অন্যতম। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে কারো নিকট তিনি পড়েননি; অথচ কিতাব সেটাই নিয়ে এসেছেন, যার মধ্যে পূর্ববর্তী, পরবর্তী এবং অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান রয়েছে। (খাযিন)

কবি বলেন– خاک وبر اوج عرش منزل ÷ اُمّی وکتاب خانہ در دل
دیگر اُمّی ودقیقہ دانِ عالم ÷ بے سایہ وسائبانِ عالم

অর্থাৎঃ মাটিতে অবস্থান করছেন, অথচ আরশের উপরে তাঁর স্থান।
'উম্মী' অথচ তাঁর হৃদয় ছিলো কুতুবখানা।

উম্মী, অথচ বিশ্বের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কেও জ্ঞাত।
তাঁর ছায়া ছিলো না, অথচ সমগ্র বিশ্বের ছায়াদাতা।

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-২৯৮. অর্থাৎঃ তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে তাঁর (দঃ) প্রশংসা ও গুণাবলী এবং নবূয়তের কথা লিপিবদ্ধ পাবে।

হাদীসঃ হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐসব গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যেগুলো তাওরীতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, "হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যে গুণাবলীর কথা ক্বোরআনে করীমে এসেছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গুণাবলী তাওরীতেও উল্লেখ করা হয়েছে।" এরপর তিনি পাঠ করতে আরম্ভ করলেন, 'হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং উম্মীদের তত্ত্বাবধানকারীরূপে। আপনি আমার বান্দা ও আমার রসূল। আমি আপনার নাম 'আমার উপর ভরসাকারী' রেখেছি। আপনি মন্দ চরিত্রের অধিকারী নন, কঠোর মেজাজীও নন। আপনি না বাজারসমূহে নিজের আওয়াজ উচ্চ করেন, না মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী হন। কিন্তু অপরাধকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারই বরকতের মাধ্যমে বক্র ধর্মকে এমনিভাবে সোজা করবেন না যে, লোকেরা সততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল' কলেমা উচ্চরবে ঘোষণা করতে থাকবে। আর আপনারই মাধ্যমে অন্ধ-চোখসমূহ দৃষ্টিশক্তি, বধির কানগুলো শ্রবণশক্তি এবং আবরণসমূহে আবৃত অন্তরগুলো প্রশস্ত হয়ে যাবে।"

হযরত কা'আব-ই-আহ্বার থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর উপর তাওরীত শরীফের এ বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, "আমি তাঁকে সব ধরণের প্রশংসার উপযুক্ত করবো, প্রত্যেক প্রকার উন্নত চরিত্র দান করবো। আর অন্তরের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্যকে তাঁর পোষাক বানাবো। ইবাদত বন্দেগী ও সৎকার্যাদি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য করবো, তাক্বওয়া বা খোদাভীরুতাকে তাঁর মনের রুচি আর হিকমত বা প্রজ্ঞাকে তাঁর অন্তরের রহস্য করবো। তাছাড়া, সততা ও প্রতিশ্রুতি পালন করাকে তাঁর স্বভাব, ক্ষমা-প্রদর্শন ও দয়াকে তাঁর অভ্যাস, ন্যায়-বিচারকে তাঁর চরিত্র-সৌন্দর্য, সত্য প্রকাশ করাকে তাঁর শরীয়ত (আইন), হিদায়তকে তাঁর ইমাম (পথ-নির্দেশক) এবং ইসলামকে তাঁর দ্বীন করবো। 'আহমদ' তাঁর নাম। সৃষ্টিকে তাঁরই মাধ্যমে গোমরাহীর পর হিদায়ত, মূর্খতার পর জ্ঞান ও খোদা পরিচিতি, অখ্যাতির পর সুখ্যাতি ও উন্নত মর্যাদা দান করবো। আর তাঁরই বরকতে সংখ্যায় স্বল্পতার পর সংখ্যাধিক্য, দারিদ্রের পর অর্থ-সম্পদ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্নতার পর ভালবাসা দান করবো। তাঁরই বদৌলতে বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন কু-প্রবৃত্তি এবং মত-বিরোধী অন্তরসমূহের মধ্যে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করবো। আর তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করবো।"

অপর এক হাদীসে, তাওরীত শরীফ থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলী বর্ণিত হয়- "আমার বান্দা আহমদ-ই-মুখতার। তাঁর জন্মস্থান মক্কা মুকাররামাহ্। আর হিজরতের স্থান মদীনা তৈয়্যবাহ্। তাঁর উম্মত সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র অধিক পরিমাণে প্রশংসাকারী।"

এসব ক'টি বর্ণনা হাদীস শরীফসমূহ থেকে উদ্ধৃত হলো। আল্লাহ্র কিতাবসমূহ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ ছিলো। কিতাবীগণ প্রতিটি যুগে নিজ নিজ কিতাবসমূহে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকে। তাদের বিরাট প্রচেষ্টা এতদুদ্দেশ্যে অব্যাহত থাকে যেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা তাদের কিতাবাদিতে নামে মাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। তাওরীত ও ইঞ্জীল ইত্যাদি তাদেরই হাতে ছিলো। এ কারণে, উক্ত অপকর্মটা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিলোনা। কিন্তু হাজারো পরিবর্তন করার পরও বর্তমান যমানার বাইবেলেও হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের সুসংবাদাদির কিছু না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, 'ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি', লাহোর (BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, LAHORE) কর্তৃক ১৯৩১ ইংরেজীতে মুদ্রিত বাইবেলের মধ্যে 'ইউহনা'-এর ইঞ্জীলের চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৬শ আয়াতে রয়েছে- "এবং আমি পিতার নিকট দরখাস্ত করবো। তখন তিনি তোমাদেরকে অপর এক সাহায্যকারী দান করবেন যিনি চিরদিন তোমাদের সাথে থাকবেন।" এখানে 'সাহায্যকারী' শব্দের উপর পাদটীকা দেয়া হয়েছে। তা'তে সেটার অর্থ 'ব্যবস্থাপক', কিংবা 'সুপারিশ্‌কারী' লিখা হয়েছে। সুতরাং এখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর পর এমন আগমনকারী, যিনি সুপারিশকারী হবেন এবং চিরদিন থাকবেন, অর্থাৎ যাঁর দ্বীন কখনো রহিত হবেনা, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কে হতে পারে?

সূরা ঃ ৭ আ'রাফ	৩১৩ পারা ঃ ৯
দেবেন, আর পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করবেন; এবং তাদের উপর থেকে সেই কঠিন কষ্টের বোঝা (২৯৯)	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
মানযিল - ২	

অতঃপর ২৯ ও ৩০তম আয়াতদ্বয়ে রয়েছে- "এবং যখন আমি তোমাদেরকে তিনি আসার পূর্বেই বলে দিয়েছি, যাতে তিনি যখন আবির্ভূত হবেন তখন তোমরা বিশ্বাস করো। এরপর আমি তোমাদের সাথে বেশী কথাবার্তা বলবোনা। কেননা, 'দুনিয়ার সরদার' আবির্ভূত হচ্ছেন। আর আমার মধ্যে তাঁর (গুণাবলীর) কিছুই নেই।" কেমনই সুস্পষ্ট সুসংবাদ! হযরত মসীহ্ ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর উম্মতকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত শরীফের জন্য কেমনই অপেক্ষাকারী করে দিয়েছেন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন! 'দুনিয়ার সরদার' হচ্ছে খাস 'বিশ্বকুল সরদার' (سَیِّدِ عَالَم)-এরই হুবহু অনুবাদ। আর একথা বলা যে, 'আমার মধ্যে তাঁর কিছুই নেই'- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মহত্বকে প্রকাশ করারই নামান্তর এবং তাঁরই সামনে স্বীয় পূর্ণ আদব ও বিনয় প্রকাশ করা।

অতঃপর উক্ত কিতাবের ১৬শ অধ্যায়ের সপ্তম আয়াতে রয়েছে- "কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী। কেননা, আমি যদি না যাই, তবে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবেন না। কিন্তু যদি চলে যাই, তবে তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দেবো।" এ'তে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদের সাথে সাথে একথারও সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'শেষ নবী'। তাঁর আবির্ভাব তখনই হবে, যখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-ও তাশরীফ নিয়ে যাবেন।

এরই ১৩শ' আয়াত হচ্ছে- "কিন্তু যখন তিনি, অর্থাৎ 'সত্যতার প্রাণ' আসবেন, তখন তিনি তোমাদেরকে সমস্ত সত্যতার রাস্তা দেখাবেন। এ কারণে যে, তিনি তাঁর নিকট থেকে কিছুই বলবেন না। তবে তিনি যা (ওহী) শুনবেন, তা-ই বলবেন। আর তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সংবাদ দেবেন।"

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন ঘটলে আল্লাহ্র দ্বীনের পূর্ণতা বিধান হয়ে যাবে। আর তিনি সত্যের পথ, অর্থাৎ 'সত্য দ্বীন'-কে পরিপূর্ণ করে দেবেন। এ থেকে এ ফলশ্রুতিই প্রকাশ পায় যে, তাঁর পরে কোন নবী আগমন করবেন না। আর এ বাক্য যে, 'তিনি নিজ তরফ থেকে কিছুই বলবেন না, যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন', তা হচ্ছে বিশেষ করে, مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -এরই অনুবাদ। আর এ বাক্য 'তোমাদেরকে ভবিষ্যতের খবরাদি দেবেন'-এর মধ্যে এ কথার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, সেই নবী (আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানসমূহের শিক্ষা দেবেন। যেমন, পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে- يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (তিনি তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দেন যা তোমরা চেষ্টা করেও জানতে পারবে না) এবং وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (অর্থাৎঃ তিনি অদৃশ্য সংবাদ দানে কার্পণ্য করেন না।)

টীকা-২৯৯. অর্থাৎঃ অসহনীয় কষ্টসমূহ, যেমন- তাওবাস্বরূপ নিজে নিজেকে হত্যা করা এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পাপাচার সম্পাদিত হয় সেগুলো কেটে ফেলা।

টীকা-৩০০. অর্থাৎ কঠিন বিধানাবলী। যেমন, শরীর ও পোষাকের যে স্থানে নাপাক বস্তু লেগে যেতো, সেটাকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে দেয়া, ধর্ম-যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল (গণিমতের মাল) জ্বালিয়ে দেয়া এবং পাপাচারসমূহ বাসস্থানের দরজার উপর প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি।

টীকা-৩০১. অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর

টীকা-৩০২. এ 'নূর' মানে ক্বোরআন শরীফ, যা দ্বারা মু'মিনের অন্তর আলোকিত হয় এবং সন্দেহ ও মূর্খতার অন্ধকারসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের আলোক সম্প্রসারিত হয়।

টীকা-৩০৩. এটা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক রিসালতের প্রমাণ। অর্থাৎ তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টিরই রসূল। আর কুল জাহান তাঁরই উম্মত।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "পাঁচটা বস্তু আমাকে এমনই দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। সেগুলো হচ্ছে–

১) প্রত্যেক নবী বিশেষ বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন। আর আমি লাল-কালো-সবারই প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

২) আমার জন্য যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল (গণিমতের মাল) বৈধ করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছিলো না।

৩) আমার জন্য যমীন পবিত্র, পবিত্রকারী (তায়াম্মুমের উপযোগী) ও মসজিদ করা হয়েছে; সুতরাং যার নিকট যখন যেখানেই নামাযের সময় এসে যায়, সে তখন সেখানেই নামায পড়ে নেবে।

৪) শত্রুর উপর দীর্ঘ এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত আমার প্রভাবের আতংক বিস্তার করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে; এবং

৫) আমাকে 'শাফা'আত' বা সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে।"

মুসলিম শরীফের হাদীসে এটাও বর্ণিত হয় যে, "আমাকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি 'রসূল' করা হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।"

টীকা-৩০৪. অর্থাৎ ন্যায়ভাবে।

টীকা-৩০৫. 'তীহ্'-এর ময়দানে

টীকা-৩০৬. প্রত্যেক দলের জন্য একটা করে প্রস্রবণ।

টীকা-৩০৭. যাতে রোদ থেকে নিরাপদ থাকে,

টীকা-৩০৮. অকৃতজ্ঞ হয়ে

وَالْاَغْلٰلَ الَّتِیْ كَانَتْ عَلَیْهِمْ ؕ فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۟

ও গলার শৃংখল (৩০০) যা তাদের উপর ছিলো, নামিয়ে অপসারিত করবেন। সুতরাং ঐসব লোক, যারা তাঁর উপর (৩০১) ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে (৩০২) তারাই সফলকাম হয়েছে।

রুকূ' – বিশ

قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعَا ِ۟الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۟

১৫৮. আপনি বলুন, 'হে মানবকুল! আমি তোমাদের সবার প্রতি ঐ আল্লাহ্‌রই রসূল হই (৩০৩) যে, আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী একমাত্র তাঁরই; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল, পড়া-বিহীন, অদৃশ্যের সংবাদদাতার উপর, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন এবং তাঁরই গোলামী করো, তবেই তোমরা পথ পাবে।'

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ یَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ یَعْدِلُوْنَ ۟

১৫৯. এবং মূসার সম্প্রদায় থেকে এমন এক দল রয়েছে, যারা সত্যের পথের সন্ধান দেয় এবং তা দ্বারা (৩০৪) ন্যায় বিচার করে।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ۟

১৬০. এবং আমি তাদেরকে বারটা গোত্রে, দল দল করে বিভক্ত করেছি এবং আমি ওহী প্রেরণ করেছি মূসার প্রতি, যখন তাঁর নিকট তাঁর সম্প্রদায় (৩০৫) পানি চেয়েছিলো, 'এ পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করো।' অতঃপর তা থেকে বারটা প্রস্রবণ ফেটে বের হলো (৩০৬)। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনে নিলো; এবং আমি তাদের উপর মেঘকে ছায়া বিস্তারকারী করেছিলাম (৩০৭), আর তাদের উপর 'মান্ন্ ও 'সাল্ওয়া' অবতারণ করেছি। 'খাও! আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ।' এবং তারা (৩০৮) আমার কোন ক্ষতি করেনি, কিন্তু নিজেদের আত্মারই ক্ষতি করছে।

وَاِذْ قِیْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَةَ

১৬১. এবং স্মরণ করো! যখন তাদেরকে (৩০৯) বলা হয়েছিলো, 'এ শহরে বসবাস

টীকা-৩০৯. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে।

টীকা-৩১০. অর্থাৎ 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসে'।

টীকা-৩১১. অর্থাৎ নির্দেশ ছিলো 'حِطَّةٌ' বা 'গুনাহ ক্ষমা হোক' বলতে বলতে দরজায় প্রবেশ করার। حِطَّةٌ হচ্ছে 'তাওবা' ও 'ইস্তিগফার' (অনুশোচনা ও গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা)-এর শব্দ। কিন্তু তারা সেটার পরিবর্তে ঠাট্টাস্বরূপ حِنْطَةٌ فِىْ شَعِيْرَةٍ (যবের মধ্যে গম) বলতে বলতে প্রবেশ করেছিলো।

টীকা-৩১২. অর্থাৎ শাস্তি প্রেরণের কারণ তাদের যুলুম বা সীমালংঘন ও আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করা।

টীকা-৩১৩. হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়, 'আপনি আপনার নিকটে বসবাসকারী ইহুদীদেরকে তিরস্কারস্বরূপ সেই জনপদ (বস্তি)-বাসীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করুন!' এ জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিলো, কাফিরদের সম্মুখে একথা প্রকাশ করে দেয়া যে, কুফর ও অবাধ্যতা তাদেরই সনাতন নিয়ম। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও হুযূরের মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করা, এটা তাদের জন্য কোন নতুন কথা নয়। তাদের পূর্ববর্তীগণও 'কুফর'-এর উপর অটল ছিলো।

করো (৩১০) এবং এর মধ্যে যা ইচ্ছা আহার করো আর বলো, 'গুনাহ্ ঝরে যাক!' এবং দরজায় সাজ্দাবনত হয়ে প্রবেশ করো। আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবো। অনতিবিলম্বে সৎকর্মপরায়ণদেরকে অধিক দান করবো।'

وَّكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ۗ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২. অতঃপর তাদের মধ্যে যালিমগণ 'বাক্য' বদলে দিলো সেটারই বিপরীত, যা বলার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো (৩১১)। সুতরাং আমি তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম তাদের যুলুমের বদলাস্বরূপ (৩১২)।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

রুকূ' – একুশ

১৬৩. এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন সেই জনপদের অবস্থা, যা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিলো (৩১৩), যখন তারা শনিবার সম্বন্ধে সীমালংঘন করতো (৩১৪); যখন শনিবারে তাদের মাছগুলো পানির উপর সাঁতার কেটে তাদের সামনে আসতো; এবং যেদিন শনিবার হতোনা সেদিন আসতোনা। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, তাদের নির্দেশ অমান্য করার কারণে।

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛۚ كَذٰلِكَ ۛۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

এরপর তাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে বানর ও শূকরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছিলো।

উক্ত 'জনপদ' সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, সেটা কাদের ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'তা ছিলো একটা শহর, যা মিশর ও মদীনার মধ্যখানে অবস্থিত ছিলো। এক অভিমত এটাও যে, 'মাদ্‌য়ান' ও 'তূর'-এর মধ্যখানে ওটা অবস্থিত ছিলো। ইমাম যুহ্‌রী বলেছেন, "সেই শহর হচ্ছে- সিরিয়ার তা'বারিয়াহ্।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, সেটা হচ্ছে- মাদ্‌য়ানই। কেউ কেউ বলেছেন- 'আয়লা'। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

টীকা-৩১৪. অর্থাৎ নিষেধ আসা সত্ত্বেও শনিবারে (মৎস্য) শিকার করতো। সে-ই বস্তির লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিলো-

এক তৃতীয়াংশ লোক এমন ছিলো যে, তারা শিকার থেকে বিরত থাকে। আর শিকারীদেরকেও বাধা দিতে থাকে।

এক তৃতীয়াংশ লোক নীরবতা পালন করলো। অন্যান্যদেরকে বাধা তো দিতোনা, আর যারা বাধা দিতো তাদের উদ্দেশ্যে বলতো, "এমন দলকে কেন সদুপদেশ দিচ্ছো, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংসকারী?"

অপর এক দল লোক অপরাধীই ছিলো যারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা করতো। মৎস্য শিকার করে সেগুলো আহার করেছিলো, বিক্রিও করেছিলো। যখন তারা এ পাপকার্য থেকে বিরত হয়নি, তখন বাধা প্রদানকারী দল তাদেরকে বললো, "আমরা তোমাদের সাথে বসবাস করবো না।" তারা বস্তিকে ভাগ করে মাঝখানে একটা দেয়াল নির্মাণ করে নিলো। বাধাপ্রদানকারীদের তাতে একটা দরজা পৃথক ছিলো, যা দিয়ে তারা আসা-যাওয়া করতো। হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম) পাপীদেরকে অভিশম্পাত করলেন। একদিন বাধাপ্রদানকারীরা দেখলো যে, পাপীগণের মধ্য থেকে কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। তারা মনে করলো যে, হয়তো ওরা মদ্য পান করে নেশায় বিভোর হয়ে আছে। সুতরাং তাদেরকে দেখার জন্য দেয়ালের উপর আরোহণ করলো। তখন দেখলো, ওদের সবাইকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা দরজা খুলে ওদের এলাকায় প্রবেশ করলো। তখন সেই বানরেরা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারতো এবং তাদের নিকটে এসে তাদের কাপড়ের ঘ্রাণ নিতো। আর এসব লোক ঐ বানরে পরিণত লোকদেরকে চিনতে পারতোনা। এসব লোক তাদের উদ্দেশ্যে বললো, "আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিইনি?" ওরা মাথার ইঙ্গিতে বললো, "হাঁ।" অতঃপর ওরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো আর বাধাপ্রদানকারীরা নিরাপদে রইলো।

টীকা-৩১৫. যাতে আমাদের বিরুদ্ধে, অন্যায় কাজে বাধা না দেয়ার অপবাদ থেকে না যায়;

টীকা-৩১৬. এবং তারা সদুপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

টীকা-৩১৭. তারা বানর হয়ে গিয়েছিলো এবং তিনদিন এমনই অবস্থায় আক্রান্ত থাকার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো;

টীকা-৩১৮. অর্থাৎ ইহুদীদের উপর।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. এবং যখন তাদের মধ্য থেকে একদল বলেছিলো, 'কেন সদুপদেশ দিচ্ছো ঐসব লোককে, যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংসকারী কিংবা কঠোর শাস্তিদাতা?' তারা বললো, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ওযররূপে (পেশ করার জন্য) (৩১৫) এবং হয়ত তাদের ভয় হবে (৩১৬)।'

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. অতঃপর যখন তারা ভুলে গেলো যেই উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি উদ্ধার করে নিয়েছি ঐসব লোককে, যারা অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতো এবং যালিমদেরকে মহা শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছি তাদের নির্দেশ অমান্য করার বদলাস্বরূপ।

فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. অতঃপর যখন তারা নিষেধসূচক হুকুমের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলো, তখন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'হীন বানর হয়ে যাও (৩১৭)।'

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. এবং যখন তোমার প্রতিপালক নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন যে, অবশ্যই তিনি ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উপর (৩১৮) এমন সবকে প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগাতে থাকবে (৩১৯)। নিঃসন্দেহে, আপনার প্রতিপালক শীঘ্রই শাস্তি দাতা (৩২০) এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩২১)।

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. এবং তাদেরকে আমি দুনিয়ায় বিভক্ত করে দিয়েছি দলে দলে। তাদের মধ্যে কতেক সৎ-কর্মপরায়ণ (৩২২) এবং কতেক অন্যরূপ (৩২৩)। এবং আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে (৩২৪)।

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ

১৬৯. অতঃপর তাদের স্থলে তাদের পরে, সে-ই (৩২৫) অযোগ্য উত্তর-পুরুষ এসেছে, যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে (৩২৬); (তারা) এ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে (৩২৭) এবং বলে, 'এখন আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে' (৩২৮) এবং যদি অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আরো আসে তবে তারা তাও গ্রহণ করে (৩২৯)।

টীকা-৩১৯. সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে বোখত-ই-নাসর, সান্জারীব এবং রোমের বাদশাহগণকে প্রেরণ করেছেন, যারা তাদেরকে কঠিন ও অসহনীয় কষ্ট দিয়েছিলো এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তাদের উপর 'জিযয়া' ও লাঞ্ছনা অবধারিত হয়ে গেলো।

টীকা-৩২০. তাদের জন্য, যারা কুফরের উপর অটল থাকে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাদের উপর শাস্তি স্থায়ীভাবে থাকবে- দুনিয়ায়ও, আখিরাতেও।

টীকা-৩২১. তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করেছে এবং ঈমান এনেছে।

টীকা-৩২২. যারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

টীকা-৩২৩. যারা নির্দেশ অমান্য করেছে এবং যারা কুফর করেছে আর দ্বীনকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করেছে।

টীকা-৩২৪. 'মঙ্গল' মানে- নি'মাত ও আরাম। আর 'অমঙ্গল' মানে দুঃখ ও কষ্ট।

টীকা-৩২৫. যাদের দু'টি শ্রেণী বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৩২৬. অর্থাৎ তাওরীতের, যা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে পেয়েছিলো এবং সেটার আদেশ ও নিষেধসমূহ বৈধকরণ ও নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলো। 'তাফসীর-ই-মাদারিক'-এ বর্ণিত হয় যে, তারা ছিলো ঐসব লোক, যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলো। তাদের অবস্থা ছিলো এই যে-

টীকা-৩২৭. ঘুষ হিসেবে, বিধানাবলীর মধ্যে পরিবর্তন করার এবং আল্লাহ্র কালাম (বাণী)-কে বিকৃত করার বিনিময়ে; তারা জানতোও যে, এটা 'হারাম'; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এমন জঘন্য পাপের উপর বারংবার অটল ছিলো।

টীকা-৩২৮. এবং এসব পাপের জন্য আমাদেরকে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে না

টীকা-৩২৯. এবং ভবিষ্যতেও গুনাহ্ করতেই থাকে। সুদ্দী বলেছেন, "বনী ইস্রাঈলের মধ্যে কোন বিচারক এমন ছিলোনা, যে ঘুষ নিতো না। যখন তাকে

বলা হতো, 'তুমি তো ঘুষ নিচ্ছো!' তখন সে বলতো, "এ পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" তাঁরই যুগে তাকে অন্যান্যরা তিরস্কার করতো। কিন্তু যখন সে মৃত্যুবরণ করতো কিংবা তাকে অপসারণ করা হতো এবং সেই তিরস্কারকারীগণের কেউ তারই স্থলে 'বিচারক' হতো, তখন সেও অনুরূপভাবে ঘুষ গ্রহণ করতো।

টীকা-৩৩০. কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা সেটার বরখেলাপ করেছে। তাওরীতের মধ্যে বারংবার গুনাহকারীর জন্য ক্ষমার কোন প্রতিশ্রুতি ছিলো না। সুতরাং তাদের গুনাহ করতে থাকা, তাওবা না করা এবং এর উপর একথা বলা, "আমাদেরকে তজ্জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা"- এসবই আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করারই শামিল।

টীকা-৩৩১. যারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে এবং ঘুষ ও হারাম থেকে নিবৃত্ত থাকে আর তাঁরই নির্দেশ মান্য করে।

টীকা-৩৩২. এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করে, সেটার সমস্ত বিধান মেনে চলে এবং সেটার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন কিংবা বিকৃত করাকে বৈধ মনে করেনা।

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ
أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

তাদের নিকট থেকে কি কিতাবের মধ্যে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত করবে না, কিন্তু সত্যকে? এবং তারা তা পড়েছে (৩৩০); এবং নিশ্চয় পরকালীন ঘরই শ্রেয় খোদাভীরুদের জন্য (৩৩১)। সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই?

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. এবং ঐসব লোক, যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে (৩৩২) এবং তারা নামায কায়েম রেখেছে; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ
وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১. এবং যখন আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করেছি, ওটা ছিলো যেন এক ছায়াদানকারী এবং তারা মনে করেছিলো যে, ওটা তাদের উপর পতিত হবে (৩৩৩); 'গ্রহণ করো দৃঢ়ভাবে যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি (৩৩৪) এবং স্মরণ করো যা তাতে রয়েছে, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও।'

রুকূ' - বাইশ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ
شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. এবং হে মাহবূব, স্মরণ করুন! যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরগণকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সাক্ষী করেছেন- 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই (৩৩৫)?' সবাই বললো, 'কেন নন? (নিশ্চয়।) আমরা সাক্ষী হলাম (৩৩৬।' যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন না বলো- 'আমরা তো সে বিষয়ে অবগত ছিলাম না (৩৩৭)।'

শানে নুযূলঃ এ আয়াত কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ এমন সব সাহাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যারা পূর্ববর্তী কিতাবের অনুসরণ করেছে, সেটার মধ্যে বিকৃতি সাধন করেনি এবং সেটার বিষয়বস্তুসমূহ গোপন করেনি। সেই কিতাবের অনুসরণের কারণে তাঁরা ক্বোরআন পাকের উপরও ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৩৩৩. যখন বনী ইস্রাঈল কঠিন বিধানাবলীর কারণে তাওরীতের বিধানসমূহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটা পাহাড়, যার আয়তন তাদের লস্করের সমান- এক 'ফরসঙ্গ' (তিন মাইল) দীর্ঘ এবং এক 'ফরসঙ্গ' প্রস্থ ছিলো, উঠিয়ে শামিয়ানার ন্যায় তাদের মাথার নিকটস্থ করে ধরেছিলেন। আর তাদেরকে বলা হয়েছিলো, "তাওরীতের বিধানসমূহ গ্রহণ করো! নতুবা এটা তোমাদের উপর ফেলে দেয়া হবে।" পাহাড়কে মাথার উপর দেখে সবাই সাজদায় পতিত হলো। তাও কিন্তু এভাবে যে, তারা চেহারার বাম পার্শ্ব ও বাম চোখের পাতা সাজদায় রাখলো আর ডান চোখে পাহাড়টাকে দেখছিলো- কখনো তাদের উপর পড়ছে কিনা। সুতরাং এখনো পর্যন্ত ইহুদীদের সাজদার এ অবস্থাই রয়েছে।

টীকা-৩৩৪. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রচেষ্টা সহকারে

টীকা-৩৩৫. হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে বের করেছেন এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। ক্বোরআনের আয়াতসমূহ এবং হাদীস শরীফ উভয়ের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে একথা জানা যায় যে, বংশধরদেরকে বের করা এ পরম্পরার সাথেই ছিলো যেভাবে দুনিয়ায় একে অপরের থেকে জন্মগ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাবূবিয়াত (প্রতিপালকত্ব) ও একত্বের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করে ও বিবেক প্রদান করে তাদের থেকে তাঁর প্রতিপালকত্বের সাক্ষ্য তলব করেন।

টীকা-৩৩৬. নিজেদের উপর। আর আমরা তোমার 'রাবূবিয়াত' ও 'একত্ব'-কে স্বীকার করেছি। এ সাক্ষী এজন্যই বানানো হয়েছে,

টীকা-৩৩৭. "আমাদেরকে কোন প্রকার সতর্ক করা হয়নি।"

টীকা-৩৩৮. যেমনি তাদেরকে দেখেছি তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে অনুরূপই করতে থাকি;

টীকা-৩৩৯. এ ওযর পেশ করার অবকাশ থাকেনি যখন তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো, তাদের নিকট রসূল আগমন করেন, তাঁরা ঐ অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহ্‌র একত্বের উপর প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

টীকা-৩৪০. যাতে বান্দাগণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সত্য ও ঈমান গ্রহণ করে

টীকা-৩৪১. শির্ক ও কুফর থেকে 'তাওহীদ' ও 'ঈমান'-এর দিকে এবং মু'জিযার ধারক নবীর বর্ণনা থেকে নিজেদের অঙ্গীকারকে স্মরণ করবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে।

টীকা-৩৪২. অর্থাৎ বাল্‌'আম বাউর; যার ঘটনা তাফসীরকারকগণ এভাবে বর্ণনা করেন– যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম 'জাব্বারীন' (আধিপত্যবাদী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সিরিয়াভূমিতে গিয়ে উপনীত হন, তখন 'বাল্‌'আম বাউর'-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট আসলো এবং তাকে বলতে লাগলো, "হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) অত্যন্ত কড়া মেজাজের। তদুপরি, তাঁর সাথে রয়েছে বিরাট সৈন্য বাহিনী। তাঁরা এখানে এসে পড়েছেন। আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবেন, হত্যা করবেন। আমাদের স্থলে বনী-ইস্রাঈলকে এ ভূ-খণ্ডে পুনর্বাসিত করবেন। তোমার নিকট 'ইসমে আ'যম' আছে। তোমার প্রার্থনা কবূল হয়। সুতরাং তুমি বের হও এবং আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করো, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেন।"

বাল্‌'আম বাউর বললো, "তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও! হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হলেন আল্লাহ্‌র নবী। তাঁর সাথে ফিরিশ্‌তা রয়েছেন এবং ঈমানদার লোকেরাও আছেন। আমি কীভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করবো? আমি জানি আল্লাহ্‌র নিকট তাঁদের কি মহা-মর্যাদা রয়েছে। যদি আমি অনুরূপ করি, তবে আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বারংবার অনুরোধ করতে লাগলো এবং খুব বিনয় ও কান্নাকাটি সহকারে তাদের এ আনুরোধ অব্যাহত রাখলো। তখন বাল্‌'আম বাউর বললো, "আমি প্রথমে আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা জেনে নিই।" তার নিয়ম ছিলো যে, যখনই কোন বিষয়ে প্রার্থনা করতো তখন তার পূর্বে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জেনে নিতো এবং স্বপ্নে সেটার জবাব পেয়ে যেতো। সুতরাং এবারও সে এ জবাবই পেয়েছিলো যে, সে যেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা না করে।

১৭৩. কিংবা একথা না বলো– 'শির্ক তো পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ করেছিলো; আর আমরাতো তাদের পর তাদের বংশধর রূপে বেঁচে রয়েছি (৩৩৮); তবে কি তুমি আমাদেরকে সেই কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস করবে, যা বাতিল পন্থীগণ করেছিলো (৩৩৯)?'

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. এবং আমি এভাবে নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করি (৩৪০) এবং এজন্য যে, কখনো তারা ফিরে আসবে (৩৪১)।

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. এবং হে মাহবূব! তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাদি দিয়েছি (৩৪২), অতঃপর সে সেগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বের হয়ে গেলো (৩৪৩)। তখন শয়তান তার পেছনে লাগলো আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

অতঃপর সে সম্প্রদায়কে বলে দিলো, "আমি আমার প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চেয়েছি; কিন্তু আমার প্রতিপালক তাঁদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে উপঢৌকন ও নযরানা দিলো; যেগুলো সে গ্রহণ করলো। আর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অনুরোধ অব্যাহতই রাখলো। অতঃপর বাল্‌'আম বাউর দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট অনুমতি চাইলো। এবার কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তখন সে সম্প্রদায়কে বলে দিলো, "এবার তো কোন জবাবই পেলাম না।" তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগলো, "যদি তা আল্লাহ্‌র নিকট মঞ্জুর না হতো, তবে প্রথমবারের মতো এবারও তিনি তোমাকে নিষেধ করে দিতেন।" তখন সম্প্রদায়ের অনুরোধের মাত্রা পূর্বের তুলনায় আরো বেশী হলো। এমনকি তারা তাকে এক চরম পরীক্ষায় ফেলে দিলো।

শেষ পর্যন্ত সে 'বদ-দো'আ' করার জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো। তখন সে যে বদ-দো'আই করতো, তার মুখের ভাষাকে আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। আর স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে যেই মঙ্গলের প্রার্থনা করতো তা তার সম্প্রদায়ের স্থলে বনী-ইস্রাঈলের নামে তার মুখে এসে যেতো।

সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "হে বাল্‌'আম! তুমি এ কি করছো? বনী ইস্রাঈলের জন্য দো'আ করছো, আর আমাদের জন্য করছো বদ-দো'আ?" সে বললো, "এটা আমার ইচ্ছার আওতার মধ্যেকার কথা নয়। আমার জিহ্বা আমার আওতাভুক্ত নেই। অমনিই তার জিহ্বা বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লো। তখন সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, "আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেছে।" এ আয়াতে এটারই বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৩৪৩. এবং সেগুলোর অনুসরণ করেনি।

টীকা-৩৪৪. এবং উন্নত মর্যাদা দান করে আল্লাহ্‌র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের স্তরসমূহে পৌঁছিয়ে দিতাম;

টীকা-৩৪৫. এবং দুনিয়ার মায়াজালে আটকা পড়েছে

টীকা-৩৪৬. এটা একটা নিকৃষ্ট পশুর সাথে তুলনা করা। অর্থাৎঃ দুনিয়ার প্রতি লোভী ব্যক্তিকে যদি সদুপদেশ দাও, তবে তা কোন উপকারে আসবেনা; সে লোভের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। আর যদি উপদেশ না দিয়ে তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তবুও সে সেই লোভের মধ্যে আটকা পড়ে থাকবে। যেমন জিহ্বা বের করে দেয়া কুকুরের অনিবার্য স্বভাব, অনুরূপভাবে লোভ-লালসাও এদের জন্য অনিবার্য হয়ে গেছে।

টীকা-৩৪৭. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বিরত থাকে এবং তাদের কাফির হওয়া আল্লাহ্‌র চিরন্তন ইলমের মধ্যে রয়েছে।

টীকা-৩৪৮. অর্থাৎ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। আর এটাই অন্তরের বিশেষ কাজ ছিলো।

১৭৬. এবং আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনসমূহের কারণে তাকে উঠিয়ে নিতাম (৩৪৪); কিন্তু সে তো যমীনকে স্থায়ীভাবে ধরে রেখেছে (৩৪৫) এবং স্বীয় কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে; সুতরাং তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়– তুমি তার উপর হামলা করলে সেটা জিহ্বা বের করে দেয় এবং ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে দেয় (৩৪৬)। এ অবস্থা হচ্ছে তাদেরই, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আপনি উপদেশ শুনান, যাতে তারা চিন্তা করে।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

১৭৭. কতোই মন্দ উপমা তাদের, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং নিজেদেরই আত্মার ক্ষতি করছিলো।

سَآءَ مَثَلَا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৭৮. আল্লাহ্‌ যাকে পথ দেখান সেই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; আর যাকে বিপথগামী করেন, তবে তারাই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

১৭৯. এবং নিশ্চয় আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি বহু জিন্‌ ও মানবকে (৩৪৭); তারা এমন হৃদয় ধারণ করে, যেগুলোর মধ্যে বোধ-শক্তি নেই (৩৪৮), তাদের এমন চক্ষু রয়েছে, যেগুলো দ্বারা তারা দেখে না (৩৪৯) এবং তাদের এমন কান রয়েছে, যাদ্বারা তারা শুনেনা (৩৫০); তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় (৩৫১) বরং তা অপেক্ষাও অধিক ভ্রান্ত (৩৫২), তারাই আলস্যের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

১৮০. এবং আল্লাহ্‌রই রয়েছে বহু উত্তম নাম (৩৫৩);

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

টীকা-৩৪৯. সত্যপথ, হিদায়ত, আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণাদি।

টীকা-৩৫০. সদুপদেশাবলীকে গ্রহণের কানে। আর হৃদয় ও ইন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করা সত্ত্বেও তারা দ্বীনের বিষয়াদিতে সেগুলো দ্বারা উপকার লাভ করেনা। এ কারণে

টীকা-৩৫১. স্বীয় হৃদয় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর ও খোদা-পরিচিতির স্তরসমূহকে অনুধাবন করেনা পানাহার ইত্যাদি পার্থিব কার্যাবলীর ব্যাপারে সমস্ত পশুও স্বীয় ইন্দ্রিয় শক্তিকে কাজে লাগায়। মানুষও যদি শুধু এতটুকু করতে থাকে তবে পশুগুলোর উপর তার আবার প্রাধান্য কিসের?

টীকা-৩৫২. কেননা, চতুষ্পদ পশুও তো আপন উপকারের দিকে অগ্রসর হয়, ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং তা থেকে পেছনে সরে যায়। কিন্তু কাফির জাহান্নামের পথে চলে নিজেদের ক্ষতি ও সর্বনাশকেই বেছে নেয়। কাজেই সে পশু থেকেও নিকৃষ্টতর হলো।

মানুষ হচ্ছে 'রূহানী' (আত্মিক), 'শাহ্‌ওয়ানী' (প্রবৃত্তি সম্পর্কীয়) 'সামাভী' (আস্‌মানী) ও 'আরদী' (পার্থিব)। যখন তার 'রূহ' (আত্মা) 'শাহ্‌ওয়াত' বা কু-প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয় তখন সে ফিরিশ্‌তাকুল অপেক্ষাও উত্তম হয়ে যায়। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি যখন 'রূহ'-এর উপর বিজয়ী হয়ে যায়, তবে সে চতুষ্পদ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়।

টীকা-৩৫৩. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিরানব্বই নাম যে ব্যক্তি কণ্ঠস্থ করে রাখে সে জান্নাতী হয়ে যায়। বিজ্ঞ আলিমদের এতে ঐক্যমত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নামসমূহ নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ নয়। হাদীস শরীফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু এ'যে, এতগুলো নাম স্মরণ করলেও মানুষ জান্নাতী হয়ে যায়।

শানে নুযূলঃ আবূ জাহল বলেছিলো, "মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দাবী হচ্ছে যে, তিনি এক খোদার ইবাদত করেন তাহলে তিনি 'আল্লাহ্‌' ও 'রহমান' দু'নামে কেন ডাকেন?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর সেই মূর্খ ও নির্বোধকে বলা হয়েছে যে, উপাস্য (মা'বূদ) তো একজনই; তবে তাঁর বহু নাম রয়েছে।

সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো; এবং ঐসব লোককে বর্জন করো, যারা তাঁর নামসমূহের মধ্যে সত্যের সীমা থেকে বেরিয়ে যায় (৩৫৪) এবং তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে।

فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. এবং আমার সৃষ্টদের মধ্যে একদল এমন রয়েছে, যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং সেটার উপর ন্যায় বিচার করে (৩৫৫)।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾

রুকূ' – তেইশ

১৮২. এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, শীঘ্রই আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে (৩৫৬) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবো, যেখান থেকে তাদের খবরও হবেনা।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. এবং আমি তাদেরকে সময়-সুযোগ দেবো (৩৫৭); নিশ্চয়, আমার গোপন কৌশল অত্যন্ত পাকা (৩৫৮)।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সঙ্গেকার পথ প্রদর্শকের সাথে উন্মাদনার কোন সম্পর্ক নেই; তিনি তো এক স্পষ্ট সাবধানকারী (৩৫৯)।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করেনি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্বের মধ্যে এবং যে যে বস্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে (৩৬০)?

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ

টীকা-৩৫৪. তাঁর নামসমূহের ক্ষেত্রে সত্য ও অটলতা থেকে বের হয়ে যাওয়া কয়েক প্রকারের হয়। যথাঃ

মাসায়েলঃ এক) তাঁর নামসমূহকে কিছুটা বিকৃত করে অন্যান্যদের জন্য ব্যবহার করা। যেমন, মুশরিকগণ 'ইলাহ' কে 'লাত', 'আযীয'-কে 'ওয্যা' এবং 'মান্নান'-কে 'মানাত'-এ পরিবর্তিত করে তাদের বোত্ (প্রতিমা)-গুলোর নাম রেখেছিলো। এটা হচ্ছে– নামসমূহের মধ্যে সত্যের সীমালংঘন করা ও অবৈধ।

দুই) আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন নাম সাব্যস্ত করা, যা ক্বোরআন ও হাদীসের মধ্যে আসেনি। এটাও বৈধ নয়। যেমন, 'দানশীল' (سخى) অথবা 'সাথী' (رفيق) বলা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহ ওহীর উপর নির্ভরশীল (توقيفيه)। ★

তিন) সুন্দর আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা (আবশ্যক)। সুতরাং শুধু يَا ضَآرُّ (হে অনিষ্টদাতা) يَا مَانِعُ (হে বাধাদানকারী), يَا خَالِقَ الْقِرَدَةِ (হে বানর সৃষ্টিকারী) বলাও বৈধ নয়; বরং অন্যান্য নামসমূহের সাথে মিলিয়ে বলা উচিত। যেমন يَا ضَآرُّ يَا نَافِعُ (হে অনিষ্টদাতা ও উপকারদাতা) এবং يَا مُعْطِيْ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ (হে দাতা, হে সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা)।

চার) আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম নির্দ্ধারণ করা, যার অর্থ বিকৃত ও ভ্রান্ত। এটাও একান্ত অবৈধ; যেমন– 'রাম' ও 'পরমাত্মা' ইত্যাদি।

পাঁচ) এমনসব নাম ব্যবহার করা যেগুলোর অর্থ বোধগম্য নয়। আর এটাও জানা অসম্ভব যে, সেগুলো আল্লাহ্র মহত্বের জন্য শোভা পায় কিনা।

টীকা-৩৫৫. এ দলটা হচ্ছে সত্যের অনুসারী বিজ্ঞ আলিম ও দ্বীনের পথ-প্রদর্শকদের। এ আয়াত থেকে এ মাস্'আলাটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক যুগের সত্যের অনুসারীদের 'ঐকমত্য' (اجماع) শরীয়তের দলীল। একথাও প্রমাণিত হলো যে, কোন যুগই সত্যের অনুসারী ও দ্বীনের পথ প্রদর্শকদের থেকে শূন্য থাকবেনা। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়– "আমার উম্মতের একটা দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে কারো শত্রুতা ও বিরোধিতা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না।"★★

টীকা-৩৫৬. অর্থাৎ ক্রমশঃ

টীকা-৩৫৭. তাদের সময়সীমা বৃদ্ধি করে;

টীকা-৩৫৮. এবং আমার কঠিন পাকড়াও।

টীকা-৩৫৯. শানে নুযূলঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ করে রাতের বেলায় প্রতিটি সম্প্রদায়কে আহ্বান করলেন এবং বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী।" আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখালেন ও ভবিষ্যতের ভয়নক ঘটনাবলীর উল্লেখ করলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করলো। এরখণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলা হয়েছে, "তারা কি চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগায়নি? আর পরিণামদর্শিতা ও দূরদর্শিতাকে কি তারা একেবারে থাকের উপর তুলে রেখেছে? আর এটা দেখেও যে, নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে তাদের বিরোধী এবং দুনিয়া ও এর ভোগ-বিলাস থেকে তিনি বিমুখ হয়ে গেছেন, আখিরাতেরই দিকে মনোনিবেশকারী, আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান ও তাঁরই ভয় প্রদর্শনের মধ্যে রাতদিন রত রয়েছেন, এসব লোক তাঁর প্রতি উন্মাদনার সম্পর্ক রচনা করে বসেছে; এটা তাদের ভুল।"

টীকা-৩৬০. এ সবের মধ্যে তাঁরই একত্ব, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে।

★ সুতরাং মনগড়াভাবে আল্লাহ্র নাম নির্দ্ধারণ করা বৈধ নয়।

★★ (তা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়া জাম'আত)-এর প্রকৃত অনুসারী দল।

টীকা-৩৬১. এবং তারা কুফরের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং চিরদিন স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় জ্ঞানী লোকের উপর আবশ্যক যেন চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝেসুঝে দলীলাদির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে।

টীকা-৩৬২. অর্থাৎ ক্বোরআনে পাকের পর অন্য কোন কিতাব এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর অন্য রসূল আগমনকারী নেই; যার জন্য অপেক্ষা করা যাবে। কেননা, তিনি হলেন- 'সর্বশেষ নবী'। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

টীকা-৩৬৩. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, ইহুদীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলো, "যদি আপনি নবী হন, তবে আমাদেরকে বলুন, ক্বিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? কেননা, সেটা সংঘটিত হবার সময় আমাদের জানা আছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

وَّاَنۡ عَسٰۤی اَنۡ یَّکُوۡنَ قَدِ اقۡتَرَبَ اَجَلُهُمۡ ۚ فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَهٗ یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۸۵﴾

আর এটার মধ্যেও যে, সম্ভবতঃ তাদের প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে (৩৬১)? সুতরাং এরপর আর কোন্ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে (৩৬২)?

مَنۡ یُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِیَ لَهٗ ؕ وَیَذَرُهُمۡ فِیۡ طُغۡیَانِهِمۡ یَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬. আল্লাহ্ যাকে বিপথগামী করেন, তার কোন পথ প্রদর্শনকারী নেই এবং তাদেরকে ছেড়ে দেন যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

یَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ السَّاعَةِ اَیَّانَ مُرۡسٰهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّیۡ ۚ لَا یُجَلِّیۡهَا لِوَقۡتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕۘ ثَقُلَتۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَا تَاۡتِیۡکُمۡ اِلَّا بَغۡتَةً ؕ یَسۡـَٔلُوۡنَکَ کَاَنَّکَ حَفِیٌّ عَنۡهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ اللّٰهِ وَ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭. (তারা) আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (৩৬৩) যে, তা কখন সংঘটিত হবে। আপনি বলুন, 'সেটার জ্ঞান তো আমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। সেটাকে তিনিই সেটার নির্দ্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন (৩৬৪); তা গুরুতর হয়ে আছে আসমানে ও যমীনের মধ্যে; তোমাদের উপর আসবে না, কিন্তু আকস্মিকভাবে।' আপনাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করছে যেন আপনি সেটাকে খুব ভালভাবে অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলুন, 'সেটার জ্ঞান তো আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে; কিন্তু অনেক লোক জানে না (৩৬৫)।'

قُلۡ لَّاۤ اَمۡلِکُ لِنَفۡسِیۡ نَفۡعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَ لَوۡ کُنۡتُ اَعۡلَمُ الۡغَیۡبَ لَاسۡتَکۡثَرۡتُ مِنَ الۡخَیۡرِ ۚۖۛ وَ مَا مَسَّنِیَ السُّوۡٓءُ ۚۛ

১৮৮. আপনি বলুন, 'আমি আমার নিজের ভাল-মন্দের মধ্যে খোদ্-মুখ্‌তার (স্বাধীন) নই (৩৬৬), কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন (৩৬৭) এবং যদি আমি অদৃশ্যকে জেনে নিতাম, তবে এমনই হতো যে, আমি প্রভূত কল্যাণই সংগ্রহ করে নিয়েছি এবং আমাকে কোন অনিষ্টই স্পর্শ করেনি (৩৬৮)।

টীকা-৩৬৪. 'ক্বিয়ামতের সময়' বর্ণনা করা রিসালতের জন্য অপরিহার্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- তোমরা সেটাকে তেমনি সাব্যস্ত করেছো। আর হে ইহুদীগণ! তোমরা যে সেটার সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে অবগত আছো বলে দাবী করছো তাও ভুল। আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রেখেছেন। আর এর মধ্যে তাঁর রহস্য রয়েছে।

টীকা-৩৬৫. সেটাকে গোপন করার হিকমত সম্পর্কে 'তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কোন মাশা-ইখ্ এ মত পোষণ করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট, আল্লাহ্‌র অবগত করানোর মাধ্যমে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। এটা আয়াতের 'সীমাবদ্ধকরণ' (حصر) -এর বিপরীত নয়।

টীকা-৩৬৬. শানে নুযূলঃ 'বনী মুস্তালাক্ব'-এর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তীব্র হাওয়া প্রবাহিত হলো। জীব-জন্তু পলায়ন করলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খবর দিলেন যে, মদীনা তৈয়্যবায় হযরত রিফা'আর ইন্তিকাল হয়েছে। এ কথাও বলেছিলেন, "দেখো! আমার উষ্ট্রীটা কোথায়?" আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তার দলীয় লোকদেরকে বলতে লাগলো, "তাঁর (দঃ) কেমন আশ্চর্যজনক অবস্থা যে, তিনি মদীনা তৈয়্যবায় মৃত্যুবরণকারীর সংবাদ দিচ্ছেন, আর নিজের উষ্ট্রীটা সম্পর্কে তাঁর জানা নেই যে, তা কোথায়!" তার এ মন্তব্যও হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট গোপন থাকেনি। হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "মুনাফিকরা এমন এমন বলছে। আর আমার উষ্ট্রীটা অমুখ ঘাঁটিতে রয়েছে। সেটার লাগাম একটা গাছের সাথে আট্‌কা পড়েছে।" সুতরাং হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যেমনি বলেছিলেন তেমন অবস্থায়ই উষ্ট্রীটা পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীর-ই-কবীর)

টীকা-৩৬৭. তিনি প্রকৃত মালিক। যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই দান

টীকা-৩৬৮. এ উক্তিটা আদব ও বিনয় প্রকাশার্থেই। অর্থ এ যে, আমি নিজ থেকেই অদৃশ্য জ্ঞান রাখিনা; যা জানি তা আল্লাহ্ তা'আলারই অবহিতকরণ এবং তা তাঁরই দান হতে। (খাযিন)

হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সির্‌রুহূ) বলেছেন যে, 'কল্যাণসমূহ সঞ্চয় করা' এবং 'অকল্যাণ স্পর্শ না করা' তাঁরই ইখ্‌তিয়ারে থাকতে পারে, যিনি নিজস্ব ক্ষমতা রাখেন। আর নিজস্ব ক্ষমতা তিনিই রাখেন, যাঁর জ্ঞানও নিজস্ব হয়। কেননা, যাঁর একটা গুণ 'নিজস্ব' (যাতী), তাঁর সমস্ত গুণই নিজস্ব (যাতী) হবে। সুতরাং অর্থ এ দাঁড়ায় যে, "যদি আমার (হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জ্ঞান নিজস্ব (যাতী) হতো, তবে আমার ক্ষমতাও নিজস্ব (যাতী) হতো এবং আমি কল্যাণ সঞ্চয় করে নিতাম; কোন অকল্যাণ স্পর্শ করতে দিতাম না।" 'কল্যাণ' মানে আরাম ও সাফল্যাদি এবং শত্রুদের উপর বিজয়। আর 'অকল্যাণ' মানে 'সংকট, দুঃখ-কষ্ট এবং শত্রুদের বিজয়ী হওয়া।' এটাও হতে পারে যে, 'কল্যাণ' মানে অবাধ্যদেরকে অনুগত, নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে নির্দেশ পালনকারী এবং কাফিরদেরকে মু'মিন করে ফেলা।' আর 'অকল্যাণ' মানে 'হতভাগা লোকদের (ঈমানের) দাওয়াত পৌঁছানো সত্ত্বেও বঞ্চিত থাকা।'

সুতরাং মোটকথা এ হলো যে, "যদি আমি লাভ-ক্ষতির নিজস্ব ক্ষমতা (যাতী ইখ্‌তিয়ার) রাখতাম, তবে হে মুনাফিক ও কাফিরগণ! তোমাদের সবাইকে মু'মিন করে ফেলতাম এবং তোমাদের কুফরের অবস্থা দেখে আমাকে এতো দুঃখিত হতে হতো না।

টীকা-৩৬৯. শুনাই কাফিরদেরকে

টীকা-৩৭০. হযরত ইক্‌রামার অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে সম্বোধন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (ব্যাপক)। আর অর্থ এ যে, 'আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে একই ব্যক্তি থেকে, অর্থাৎ তার পিতা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই স্বজাতি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যখন তারা উভয়ে সংগত হয়েছে এবং গর্ভ প্রকাশ পেয়েছে; আর উভয়ে সুস্থ সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছে এবং এমন সন্তান লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে; অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তেমনি সন্তান দানও করলেন; তখন তাদের অবস্থা এই হলো যে, কখনো তারা এ সন্তানকে প্রকৃতির দিকে সম্পৃক্ত করতে থাকে, যেমন- নাস্তিকদের (دهریه) অবস্থা; কখনো নক্ষত্ররাজির দিকে, যেমন- তারিকা পূজারীদের প্রথা; কখনো মূর্তিগুলোর দিকে, যেমন- মূর্তি পূজারীদের নিয়ম-নীতি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "তিনি তাদের উক্তসব শির্কের অনেক ঊর্ধ্বে"। (তাফসীর-ই-কবীর)

টীকা-৩৭১. অর্থাৎ তার পিতার স্বজাতি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

আমি তো এ ভয় (৩৬৯) ও খুশীর সংবাদদাতা হই তাদেরকেই, যারা ঈমান রাখে।'

রুকূ' - চব্বিশ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে একটা মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন (৩৭০), এবং সেটা থেকেই তার সংগীনী সৃষ্টি করেছেন (৩৭১) যেন তার নিকট থেকে শান্তি পায়। অতঃপর যখন পুরুষ তাকে ছেয়ে ফেলেছে, তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করেছে (৩৭২) এবং সেটা নিয়েই সে চলাফেরা করেছে। অতঃপর যখন গর্ভ ভারী হয়ে পড়লো, তখন তারা উভয়ে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো, 'অবশ্যই যদি তুমি আমাদেরকে যেমনি চাই তেমনি সন্তান দান করো, তবে আমরা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞ হবো।'

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে যেমনই চায় তেমনি সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের মধ্যে তাঁর শরীক দাঁড় করালো। অতঃপর, আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে তাদের শির্ক হতে (৩৭৩)।

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করেছে, যা কিছুই সৃষ্টি করেনি (৩৭৪)? এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট;

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. এবং তারা না তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে এবং না নিজেরা নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে (৩৭৫)।

টীকা-৩৭২. 'পুরুষের ছেয়ে ফেলা'- এর মধ্যে 'স্ত্রী সহবাস করা'র প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং 'লঘু গর্ভধারণ' মানে- 'গর্ভধারণের প্রারম্ভিক অবস্থার বিবরণ।'

টীকা-৩৭৩. কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে ক্বোরাঈশকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা 'ক্বুসাইর বংশধর'। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে একটা মাত্র ব্যক্তি 'ক্বুসাই' থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তার স্ত্রীকে তারই স্বজাতি থেকে; আরবী ক্বোরাঈশীনী করেছি, যাতে তার নিকট থেকে শান্তি ও আরাম পায়। অতঃপর যখন তাদেরকে দরখাস্ত মোতাবেক সুস্থ সন্তান দান করেছেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র সেই দানের মধ্যে অন্যান্যদেরকে অংশীদার স্থির করেছে এবং তার চার পুত্রের নাম রাখলো- 'আবদে মান্নাফ, আবদুল উয্‌যা, আবদে কুসাই এবং আবদুদ দার।

টীকা-৩৭৪. অর্থাৎঃ বোত্‌গুলোকে, যেগুলো কিছুই সৃষ্টি করেনি।

টীকা-৩৭৫. এর মধ্যে মূর্তিগুলোর লাঞ্ছনা এবং শির্কের বাতুলতার বর্ণনা ও মুশরিকদের পূর্ণাঙ্গ মূর্খতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, ইবাদতের উপযুক্ত তিনিই হতে পারেন, যিনি ইবাদতকারীদের উপকার করতে পারেন এবং ক্ষতি ও বিপদাপদ অপসারণ করার ক্ষমতা রাখেন। মুশরিকগণ

যেসব মূর্তির পূজা করে, সেগুলোর অক্ষমতা এমন পর্যায়ের যে, সেগুলো কোন কিছুরই স্রষ্টা নয়। কোন কিছুর স্রষ্টা হওয়া তো দূরের কথা, নিজেরা নিজেদের বেলায় ও অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারেনা। সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট, অসৃষ্টিকারীর মুখাপেক্ষী। এর চেয়ে আরো বড় অক্ষমতা হচ্ছে এ যে, সেগুলো কারো সাহায্য করতে পারেনা। কারো সাহায্য কি করবে? খোদ্ তাদের অনিষ্ট হলে তাও দূরীভূত করতে পারেনা। কেউ সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেললে, নিক্ষেপ করলে, যেমন ইচ্ছা তেমনি করলেও সেগুলো নিজেদেরকে তা থেকে রক্ষা করতে পারেনা। এমনি বাধ্য ও অক্ষমের পূজা করা চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামীই।

টীকা-৩৭৬. অর্থাৎ বোত্‌গুলোকে।

১৯৩. এবং যদি তোমরা তাদেরকে (৩৭৬) সৎপথে আহবান করো তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবেনা (৩৭৭); তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান (৩৭৮)– চাই তাদেরকে আহবান করো অথবা চুপ থাকো।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৪. নিশ্চয় তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনা করছো, তোমাদেরই ন্যায় বান্দা (৩৭৯); সুতরাং তোমরা তাদেরকে আহবান করো, অতঃপর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫. তাদের কি পা আছে, যা দ্বারা তারা চলাফেরা করবে? কিংবা তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে তারা ধরবে? কিংবা তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখবে? অথবা তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনবে (৩৮০)? আপনি বলুন, 'তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাকো এবং আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে অবকাশ দিওনা (৩৮১)।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

১৯৬. নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ্ই; যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৩৮২) এবং তিনি সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৩৮৩)।'

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৭. এবং যাদের, তিনি ব্যতীত উপাসনা করছো, তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারেনা; এবং না তারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে (৩৮৪)।

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. এবং যদি তোমরা তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করো তবে তারা শ্রবণ করবে না, এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে (৩৮৫) এবং তারা কিছুই দেখেনা।

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

টীকা-৩৭৭. কেননা, তারা না শুনতে পায়, না বুঝতে পারে।

টীকা-৩৭৮. তা যে কোন অবস্থায় অক্ষম। এমন সবের পূজা করা ও উপাস্য বানানো বড় বিবেকহীনতারই নামান্তর মাত্র।

টীকা-৩৭৯. এবং আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন ও সৃষ্টি কোন মতেই উপাসনার উপযোগী নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কি তোমরা তাদেরকে উপাস্য বলছো?

টীকা-৩৮০. এ গুলোর কিছুই নেই। এরপরও নিজেদের চেয়ে অধম বস্তুকে পূজা করে কেন অপমানিত হচ্ছো!

টীকা-৩৮১. শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মূর্তিপূজার কঠোর সমালোচনা করলেন এবং মূর্তিগুলোর অক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ারহীনতা বর্ণনা করলেন, তখন মুশরিকগণ তাঁকে ধমক দিলো এবং বললো, "মূর্তিগুলোকে যারা মন্দ বলে তারা ধ্বংস হয়ে যায়, বরবাদ হয়ে যায়। এসব বোত্ (মূর্তি) তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে (আর বলা হয়েছে– হে হাবীব! আপনি বলে দিন) যে, যদি তোমরা মূর্তিগুলোর মধ্যেও কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে করে থাকো, তবে সেগুলোকে ডাকো এবং আমার ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে সেগুলোর নিকট থেকে সাহায্য নাও। আর তোমরাও যে কোন ষড়যন্ত্র করতে পারো তা আমার সম্মুখে করো, বিলম্ব করো না। তোমাদের ও তোমাদের এসব উপাস্যের কিছুতেই আমি পরোয়া করিনা। আর তোমরা সবাই আমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।"

টীকা-৩৮২. এবং আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

টীকা-৩৮৩. এবং তাদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী। তাঁর উপর ভরসাকারীদের জন্য মুশরিক প্রমুখের আশংকা কিসের! এবং তোমরা ও তোমাদের উপাস্যগুলো আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

টীকা-৩৮৪. সুতরাং আমার কি ক্ষতি করতে পারবে?

টীকা-৩৮৫. কেননা, বোত্‌গুলোর আকৃতিসমূহ এমন অবস্থায় করা হতো, যেন কেউ (অপরকে) দেখছে।

টীকা-৩৮৬. কোন কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে,

টীকা-৩৮৭. এবং তারা সেই কু-প্ররোচনাকে দূর করে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-৩৮৮. অর্থাৎ কাফিরগণ;

টীকা-৩৮৯. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, যখন ক্বোরআন শরীফ পাঠ করা হয়- চাই নামাযে হোক, কিংবা নামাযের বাইরে হোক, তখন তা শ্রবণ করা ও নীরব থাকা 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য)। অধিকাংশ সাহাবা কেরামের এ অভিমত যে, এ আয়াত শরীফ মুক্তাদীদের শ্রবণ করা ও নীরব থাকার প্রসঙ্গেই। অপর এক অভিমত হচ্ছে- এ'তে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা এবং নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য এক অভিমতানুসারে, এ'তে নামায ও খুৎবা- উভয়ের মধ্যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও নীরব থাকা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

হযরত ইবনে মাস্ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়, তিনি কিছু লোককে শুনেছেন যে, তারা নামাযের মধ্যে ইমামের সাথে 'ক্বিরআত' পড়ছেন। অতঃপর তিনি নামায সমাপনান্তে বললেন, "এখনো কি সময় আসেনি যে, তোমরা এ আয়াতের অর্থ বুঝবে?" মোট কথা হচ্ছে- এ আয়াত থেকে ইমামের পেছনে 'ক্বিরআত'-এর নিষেধই প্রমাণিত হয় এবং অন্য কোন হাদীস এমন নেই, যাকে এটার বিপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। ইমামের পেছনে 'ক্বিরআত'-এর সমর্থনে সর্বাপেক্ষা যে হাদীসের উপর নির্ভর করা যায়, তা হচ্ছে- لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পরিপূর্ণ হয়না।) কিন্তু এ হাদীস শরীফ থেকে তো ইমামের পেছনে 'ক্বিরআত' ওয়াজিব প্রমাণিত হয়না; বরং শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতিরেকে নামায পরিপূর্ণ হয়না। সুতরাং যখন হাদীস- قِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ (ইমামের ক্বিরআতই মুক্তাদীর ক্বিরআত) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের ক্বিরআত মুক্তাদীর ক্বিরআতের শামিল। কাজেই, যখন ইমাম 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করলেন আর মুক্তাদী চুপ রইলো তখন তার 'ক্বিরআত পরোক্ষভাবে (حكمى) সম্পন্ন হয়ে গেলো। তার নামায ক্বিরআত' ব্যতিরেকেই কোথায় রইলো? এটাতো পরোক্ষভাবে 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করার শামিল (قراءة حكمية) হলো। সুতরাং ইমামের পেছনে 'ক্বিরআত' আদায় না করলেও ক্বোরআন ও হাদীস উভয়ের উপরই আমল হয়ে যায় এবং 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করলে আয়াতের অনুসরণ বর্জিত হয়। অতএব, আবশ্যক যে, ইমামের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' ইত্যাদি কিছুই পড়বেনা।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

১৯৯. হে মাহবূব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২০০. এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয় (৩৮৬), তবে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

২০১. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষনাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায় (৩৮৭)।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ۝

২০২. এবং ঐসব লোক, যারা শয়তানের ভাই (৩৮৮); শয়তান তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় অতঃপর তারা এ বিষয়ে ত্রুটি করেনা।

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى إِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

২০৩. এবং হে মাহবূব! আপনি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন না, তখন তারা বলে, 'আপনি আপন হৃদয় থেকে কেন একটা গড়ে নেন নি?' আপনি বলুন, 'আমি তো সেটারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে 'ওহী' আসে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চক্ষু খুলে দেয়া এবং পথ-প্রদর্শন ও দয়া মুসলমানদের জন্য।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

২০৪. এবং যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া হয় (৩৮৯)।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً

২০৫. এবং আপন প্রতিপালককে আপন অন্তরে স্মরণ করো (৩৯০) সবিনয়ে ও ভয়

টীকা-৩৯০. উপরোক্ত আয়াতের পর এ আয়াত শরীফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, ক্বোরআন শরীফ শ্রবণকারীর নীরব থাকা এবং আওয়াজছাড়াই অন্তরে 'যিকর করা' অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্র মহত্ব ও মহিমাকে হাজির করা অপরিহার্য। (যেমন, 'তাফসীরে ইবনে জরীর'-এ বর্ণিত হয়েছে।)

এ থেকে ইমামের পেছনে উচ্চস্বরে কিংবা অনুচ্চস্বরে 'ক্বিরআত' সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় এবং অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ব ও মহিমাকে

উপস্থিত রাখাই অন্তরের যিক্‌র।

মাস্‌আলাঃ উচ্চস্বরে ও অনুচ্চস্বরে– উভয় প্রকার যিকর-এর পক্ষে শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল (نصوص) এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তির যে ধরনের যিকরের প্রতি মনে পূর্ণ স্বাদ ও উৎসাহ এবং পূর্ণ নিষ্ঠা জন্মে, তার জন্য সে ধরণের যিক্‌রই উত্তম। (ফতোয়া-ই-শামী ইত্যাদি)

টীকা-৩৯১. 'সন্ধ্যা' মানে– 'আসর' ও 'মাগরিব'-এর মধ্যবর্তী সময়। এ দু'টি সময়ের মধ্যে যিক্‌র করা উত্তম। কেননা, ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত; অনুরূপভাবে, আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এ কারণে, এসব সময়ের মধ্যে 'যিক্‌র' করাই 'মুস্তাহাব'; যাতে বান্দার সমগ্র সময়টুকুই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও বন্দেগীতে মশগুল থাকে।

وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٢٠٥

সহকারে এবং মুখ থেকে উঁচু আওয়াজ ছাড়াই বের হবে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় (৩৯১); এবং তুমি উদাসীনদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা।

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۝٢٠٦

২০৬. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে (৩৯২), তারা অহংকারে তাঁর ইবাদতে বিমুখ হয়না; এবং তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে, আর তাঁকেই সাজদা করে (৩৯৩)। ★

সূরা আন্‌ফাল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন্‌ফাল মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৫ রুকূ'-১০

রুকূ' – এক

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝١

১. হে মাহবূব! আপনাকে 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত মালামাল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (২)। আপনি বলুন, 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত মালামালের মালিক আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (৩); সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো (৪) এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখো আর আল্লাহ্‌ ও রসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো।'

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢

২. ঈমানদার হচ্ছে তারাই যে, যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় (৫) এবং যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমানে উন্নতি হয় এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (৬)।

টীকা-৩৯২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তাগণ,

টীকা-৩৯৩. এ আয়াত শরীফ 'সাজদার আয়াতসমূহ'-এরই অন্তর্ভূক্ত। এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপরই 'সাজদা করা' অপরিহার্য হয়ে যায়।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, যখন মানুষ সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদা করে নেয় তখন শয়তান কান্নাকাটি করে এবং বলে, "হায় আফ্‌সোস! আদম সন্তানকে সাজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে তো সাজদা করে জান্নাতী হয়ে গেলো। আর আমাকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো– অতঃপর আমি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে জাহান্নামী হয়ে গেলাম।" ★

****

টীকা-১. এ সূরা মাদানী, সাতটা আয়াত ব্যতীত; যেগুলো মক্কা মুকাররামায় নাযিল হয়েছে এবং এ আয়াতগুলো اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় পঁচাত্তরখানা আয়াত, এক হাজার পঁচাত্তরখানা পদ এবং পাঁচ হাজার আশিটা বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ হযরত উবাদাহ্‌ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন– এ আয়াত শরীফ আমাদের বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন 'গণীমত' বা 'যুদ্ধে পরিত্যক্ত মালামালের' ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং অপ্রীতিকর কিছু ঘটার উপক্রম হয়েছিলো তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মামলাটা আমাদের হাত থেকে বের করে আপন রসূলের হাতে সোপর্দ করলেন। তিনি সেই মালামাল যথাযথভাবে বন্টন করে দিলেন।

টীকা-৩. যেমনই চান বন্টন করেন;

টীকা-৪. এবং পরস্পর মতবিরোধ করোনা

টীকা-৫. তখন তাঁর মহত্ব ও মহিমার কারণে

টীকা-৬. এবং স্বীয় সমস্ত কার্যাদি তাঁরই হাতে সোপর্দ করে।

★ 'সূরা আ'রাফ' সমাপ্ত।

টীকা-৭. তাদের কৃতকর্মের অনুসারে। কেননা, মু'মিনদের অবস্থাদি এ গুণাবলীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণে, তাদের মর্যাদাসমূহও পৃথক পৃথক।

টীকা-৮. যা সব সময় সম্মান ও মর্যাদা সহকারে, কোন কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত দান করা হয়।

টীকা-৯. অর্থাৎ মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে বদরের দিকে;

টীকা-১০. কেননা, তারা দেখছিলো যে, তারা সংখ্যায় কম, হাতিয়ার স্বল্প, শত্রুর সংখ্যাও বেশী আর তারা অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি বড় সামগ্রী-সম্ভার রাখে।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ সিরিয়া থেকে আবূ সুফিয়ানের একটা কাফেলার আগমনের সংবাদ পেয়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা-কেরামের সাথে তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য রওনা দিলেন। মক্কা মুকাররামা থেকে আবূ জাহ্‌লও ক্বোরাঈশের একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে 'কাফেলা'র সাহায্যের জন্য রওনা দিলো।

আবূ সুফিয়ান তো রাস্তা বদলে তার কাফেলা নিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী রাস্তায় কেটে পড়লো এবং আবূ জাহ্‌লকে তার সঙ্গীরা বললো, "কাফেলা তো বেঁচে গেলো। চলো, আমরাও মক্কা মুকার্‌রমায় ফিরে যাই।" তখন সে তাতে অসম্মতি জানালো। অতঃপর সে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বদরের দিকে অগ্রসর হলো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবা-কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন এবং এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের দু'টি দল থেকে একটি দলের উপর মুসলমানদেরকে জয়যুক্ত করবেন, চাই 'কাফেলা' হোক অথবা ক্বোরাঈশের সৈন্যদল। সাহাবা-কেরাম তাতে ঐকমত্য পোষণ করলেন। কিন্তু কেউ কেউ এ ওযর পেশ করলেন, "আমরা তো প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি এবং না আমাদের সংখ্যা ততো বেশী, না আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সামগ্রী আছে।" একথা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দ হলো। আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "কাফেলা তো সমুদ্র তীরবর্তী পথ ধরে বের হয়ে গেছে, আর আবূ জাহ্‌ল সামনে আসছে।" এরপর ঐসব লোক আবারো আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! কাফেলারই পিছু ধাওয়া করা হোক এবং শত্রুর দলকে ছেড়ে দেয়া হোক।" একথাও হুযূরের পবিত্রতম অন্তরে অতি অপছন্দনীয় হলো। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় নিষ্ঠা, আনুগত্য, সন্তুষ্টি-প্রার্থনা এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন। আর অতি জোর দিয়ে ও দৃঢ়তা সহকারে আরয করলেন যে, তাঁরা যে কোন প্রকারে হুযূরের (দঃ) মর্জি মুবারকের বিরোধিতা করে অলসতাকারী নন। অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণও আরয করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে যেই নির্দেশ দিয়েছেন সে মোতাবেকই অগ্রসর হোন! আমরা আপনারই সাথে রয়েছি। কখনো পিছু হটবোনা। আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আমরা আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা আপনার অনুসরণের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছি। আপনার অনুসরণ করতে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেও আমাদের কোন আপত্তি নেই।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "চলো! আল্লাহ্‌র বরকতের উপরই ভরসা করো! তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি। শত্রুদের পতনের স্থান আমার চোখের সামনে ভাসছে।" আর হুযূর (দঃ) কাফিরদের মৃত্যু ও পতনের স্থান প্রত্যেকের নামসহ বলে দিলেন এবং প্রত্যেকের পতনের স্থানের উপর চিহ্ন এঁকে দিলেন। বস্তুতঃ এ মু'জিযা দেখা গেলো যে, তাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে পতিত হয়েছিলো সেই চিহ্নের উপরই পতিত হয়েছিলো। তাতে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক হয়নি।

সূরা ঃ ৮ আন্‌ফাল	৩২৬ পারা ঃ ৯
৩. এসব লোকই, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۳
৪. এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট (৭), আর ক্ষমা রয়েছে এবং সম্মানের জীবিকা (৮)।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝۴
৫. যেভাবে হে মাহবূব! আপনাকে আপনার প্রতিপালক আপনার গৃহ থেকে সত্য সহকারে বের করেছিলেন (৯) এবং নিশ্চয় মুসলমানদের একটা দল এর উপর অসন্তুষ্ট ছিলো (১০)।	كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝۵
৬. সত্য কথার মধ্যে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতো (১১), এর পরে যে, সত্য প্রকাশিত হয়েছে (১২); তারা যেন চোখদেখা মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে (১৩)।	يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝۶
মানযিল - ২	

টীকা-১১. এবং বলতো, "আমাদের ক্বোরাঈশ বাহিনীর অবস্থাই জানা ছিলো না; তাহলে আমরা তাদের মুকাবিলার জন্য তৈরী হয়ে যাত্রা করতাম।"

টীকা-১২. এ কথা যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা কিছু করেন, আল্লাহ্‌রই নির্দেশে করেন। আর তিনি ঘোষণা করে দেন যে, মুসলমানদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করা হবে;

টীকা-১৩. অর্থাৎ ক্বোরাঈশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা তাদের নিকট এতোই ভয়ানক মনে হচ্ছিলো!

টীকা-১৪. অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের কাফেলা ও আবূ জাহ্‌লের সৈন্যবাহিনী।

টীকা-১৫. অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের কাফেলা;

টীকা-১৬. সত্য দ্বীনকে বিজয়-দান করবেন এবং সেটাকে উন্নত ও মর্যাদাবান করবেন

টীকা-১৭. এবং তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করবেন যে, তাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকবেনা;

টীকা-১৮. অর্থাৎ ইসলামকে প্রচার-প্রসার ও স্থায়িত্ব দান করবেন এবং কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন,

টীকা-১৯. শানে নুযূলঃ মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে– বদরের দিন হুযূর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদেরকে অবলোকন করলেন। দেখলেন, তারা সংখ্যায় এক হাজার। কিন্তু তাঁর সাহাবীগণের সংখ্যা ৩১০ অপেক্ষা কিছু বেশী। তখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বিবলামুখী হলেন এবং আপন মুবারক হাত তুলে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করতে লাগলেন, "হে প্রতিপালক! তুমি আমার সাথে যে-ই ওয়াদা করেছো তা পূরণ করো। হে প্রতিপালক! তুমি আমার সাথে যা ওয়াদা করেছো তা দান করো। হে প্রতিপালক! যদি তুমি মুসলমানদের এ জমা'আতকে ধ্বংস করে দাও, তবে এ পৃথিবীবুকে তোমার ইবাদতই হবে না।" এভাবেই হুযূর দো'আ করছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাঁধ মুবারক থেকে চাদর শরীফ পড়ে গিয়েছিলো। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হাযির হলেন এবং চাদর মুবারক কাঁধ মুবারকে তুলে দিলেন আর আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার এ মুনাজাত আপনার প্রতিপালকের দরবারে যথেষ্ট হয়েছে। তিনি অতিসত্বর তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

৭. এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেই দু'দলের (১৪) মধ্যে একটা তোমাদের জন্য; এবং তোমরা এটা চাচ্ছিলে যে, তোমরা সেটাই লাভ করবে যার মধ্যে কন্টকের সংকট নেই (১৫); এবং আল্লাহ্ এটা চাচ্ছিলেন যে, তিনি স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য করে দেখাবেন (১৬) এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করে দেবেন (১৭);

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮. (এটা এ জন্য) যে, তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন এবং মিথ্যাকে মিথ্যা (১৮), যদিও অপছন্দ করে অপরাধীরা।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৯. যখন তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে (১৯), তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করেছিলেন (আর বলেছিলেন), 'আমি তোমাদের সাহায্যকারী হাজার হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশ্‌তা দ্বারা (২০)।'

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝

১০. এবং এটা তো আল্লাহ্ করেননি, কিন্তু তোমাদের খুশীর জন্য এবং এজন্য যে, তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে; এবং সাহায্য নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌রই নিকট থেকে (২১), নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

রুকূ' - দুই

১১. যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিলেন, তখন তাঁরই পক্ষ থেকে স্বস্তি ছিলো (২২)

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

টীকা-২০. সুতরাং প্রথমে এক হাজার ফিরিশ্‌তা আসলেন, অতঃপর তিন হাজার, অতঃপর পাঁচ হাজার আসলেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "মুসলমানগণ সেদিন কাফিরদের পিছু ধাওয়া করছিলেন। আর কাফিরগণ মুসলমানদের আগে আগে পালাচ্ছিলো। তখন হঠাৎ করে উপর থেকে চাবুকের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিলো এবং অশ্বারোহীর এ বাক্য শুনা যাচ্ছিলো ——— اَقْدِمْ حَيْزُوْمُ অর্থাৎ 'হে হায়যূম! সামনে অগ্রসর হও।' (হায়যূম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামের ঘোড়ার নাম) এবং দেখা যাচ্ছিলো যে, কাফির মাটিতে পতিত হয়ে মরে গেছে। আর তাদের নাক তলোয়ার দিয়ে ছিন্ন করা হয়েছে। তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলো। সাহাবা কেরাম বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁদের প্রত্যক্ষ করা ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "এটা হচ্ছে তৃতীয় আসমানের সাহায্য।"

আবূ জাহল হযরত ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললো, "কোথা থেকে তলোয়ারের আঘাত আসছিলো, আঘাতকারী আমাদের নজরে আসতোনা। তিনি বললেন, "ফিরিশ্‌তাদের নিকট (থেকে সেই আঘাত আসতো)।" তখন সে বলতে লাগলো, "তাহলে তারাইতো বিজয়ী হয়েছে, তোমরা তো বিজয়ী হওনি।"

টীকা-২১. সুতরাং বান্দাদের উচিৎ যেন তাঁরই উপর ভরসা করে এবং স্বীয় জোর ও শক্তি, অস্ত্র-শস্ত্র ও সামগ্রী এবং দলের উপর অহংকার না করে।

টীকা-২২. হযরত ইবনে মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন, "তন্দ্রা যদি যুদ্ধের মধ্যে হয়, তবে তা হয় নিরাপত্তা এবং আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে; আর যদি

নামাযের মধ্যে হয়, তবে তা হয় শয়তানের নিকট থেকে।" যুদ্ধে 'তন্দ্রা' নিরাপত্তার পরিচায়ক হওয়া এ থেকেপ্রকাশ পায় যে, যার হৃদয়ে প্রাণের ভয় থাকে তার তন্দ্রা ও নিদ্রা আসেনা। সে ভীতি ও আতংকের মধ্যে থাকে। ভীষণ ভয়ের সময় তন্দ্রা আসা নিরাপত্তা লাভ ও ভীতি দূরীভূত হবারই প্রমাণ।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "যখন মুসলমানদের অন্তরে, শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও মুসলমানদের সংখ্যা কম হবার কারণে প্রাণের ভয় অনুভূত হলে এবং তাঁরা খুব বেশী পিপাসিত হয়ে পড়লেন, তখন তাঁদের উপর তন্দ্রা ছাইয়ে দেয়া হলো, যার মাধ্যমে তাঁদের অন্তরে শান্তি অর্জিত হলো এবং ক্লান্তি ও পিপাসা দূরীভূত হয়ে গেলো। আর তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি লাভ করলেন। এ তন্দ্রা তাঁদের জন্য (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ ছিলো আর একই সাথে সবার উপরই এসেছিলো।" একটা বিরাট দলের মারাত্মক ভীতিময় অবস্থায় এভাবে একই বারে তন্দ্রারত হওয়া অস্বাভাবিকই। এ কারণে, কোন কোন ইমাম বলেছেন, "এ তন্দ্রা অলৌকিক শক্তির (প্রভাবের) অন্তর্ভূক্ত।" (খাযিন)

টীকা-২৩. বদর-দিবসে মুসলমানগণ মরুভূমিতে উপনীত হন। তাঁদের ও তাঁদের পশুগুলোর পা বালির মধ্যে আটকে যাচ্ছিলো। আর মুশরিকগণ তাঁদের পূর্বেই পানির কূপগুলো দখল করে রেখেছিলো। সাহাবা কেরামের মধ্যে কারো ওযূর এবং কারো গোসলের প্রয়োজন ছিলো আর পিপাসারও তীব্রতা ছিলো। তখন শয়তান কুপ্ররোচনা দিলো, "তোমরা ধারণা করছো যে, তোমরা সত্যের উপর রয়েছো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী রয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় হও। আর অবস্থা হচ্ছে এই যে, মুশরিকগণ বিজয়ী হয়ে পানির উপর পৌঁছে গেছে এবং তোমরা ওযূ ও গোসল ছাড়াই নামায আদায় করছো। কাজেই, তোমরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবার কীভাবে আশা করছো?" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যার ফলে গোটা মরুভূমি পানিতে ভেসে গেলো। মুসলমানগণ তা থেকে পানি পান করলেন, গোসল করলেন, ওযূ করলেন এবং তাঁদের পশুগুলোকেও পান করালেন, আর নিজেদের পাত্রগুলো পানি ভর্তি করে রাখলেন। মরুভূমির বালি বসে গেলো এবং ভূমিও এর উপযোগী হলো যে, তাতে পা স্থির থাকতে লাগলো। আর শয়তানের কুপ্ররোচনাও দূরীভূত হলো। সাহাবা কেরামের হৃদয়-মন খুশীতে ভরে গেলো। এ অনুগ্রহ বিজয়-লাভের দলীল হয়েছিলো।

টীকা-২৪. তাদেরকে সাহায্য করে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে;

টীকা-২৫. আবূ দাঊদ মাযানী, যিনি বদরে হাযির হয়েছিলেন, বললেন, "আমি মুশরিকের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের দিকে অগ্রসর হলাম। তার মাথা আমার তরবারির আঘাত লাগার পূর্বেই কেটে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।" হযরত সাহ্‌ল ইবনে হানীফ বলেন, "বদরের দিন আমাদের মধ্য থেকে কেউ তরবারি দ্বারা ইঙ্গিত করতেই তার তরবারি পৌঁছার পূর্বেই মুশরিকের মাথা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যেতো।"

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি পাথরের কণা নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তখন কোন কাফির এমন ছিলো না, যার চক্ষুদ্বয়ে তা থেকে কিছু না কিছু পড়েনি। বদরের এ ঘটনা দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ই রমযান মুবারক জুমু'আর দিন ভোরে সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-২৬. যা বদরের যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো এবং কাফিরগণ নিহত ও বন্দী হয়েছিলো। এ গুলো তো দুনিয়ার শাস্তি।

টীকা-২৭. আখিরাতে।

টীকা-২৮. অর্থাৎ যদিও কাফিরগণ সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে বেশী হয়, তবুও তাদের সাথে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করোনা।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ⑪

এবং আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করলেন, যাতে তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন এবং শয়তানের অপবিত্রতা তোমাদের থেকে দূর করে দেন আর তোমাদের হৃদয়সমূহকে দৃঢ় করে দেন ও এটা দ্বারা তোমাদের পা অটল রাখেন (২৩)।

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ؕ ⑫

১২. যখন, হে মাহবূব! আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদেরকে অবিচলিত রাখো (২৪);' অনতিবিলম্বে, আমি কাফিরদের হৃদয়সমূহে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো, সুতরাং কাফিরদের গর্দানসমূহের উপর আঘাত করো এবং তাদের একেকটা জোড়ার উপর আঘাত করো (২৫)।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑬

১৩. এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছিলো; এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ⑭

১৪. এটার আস্বাদ তো গ্রহণ করো (২৬) এবং সেটার সাথে এটাও রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি (২৭)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ⑮

১৫. হে ঈমানদারগণ! যখন কাফির বাহিনীর সাথে তোমাদের দ্বন্দ্ব হয়, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না (২৮)।

টীকা-২৯. অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি যুদ্ধের মধ্যে কাফিরদের মুকাবিলা থেকে পলায়ন করেছে, সে আল্লাহর শাস্তিতে গ্রেফতার হয়েছে, তার ঠিকানা দোযখে– তবে দু'অবস্থা ব্যতীত। এক ঃ তো এ'যে, যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করার জন্য কিংবা শত্রুদের সাথে প্রতারণা করার জন্য পিছু হটেছে। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ও পলায়নকারী নয়। দুইঃ যে ব্যক্তি আপন দলের সাথে মিলিত হবার জন্য পিছু হটেছে সেও পলায়নকারী নয়।

টীকা-৩০. শানে নুযূলঃ যখন মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন, "আমি অমুককে হত্যা করেছি।" অপর একজন বলতেন, "আমি অমুককে হত্যা করেছি।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে– এ হত্যাকে তোমরা নিজেদের জোর বা শক্তির দিকে সম্পৃক্ত করোনা। এটা প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্‌রই সাহায্য এবং তাঁরই শক্তিদান ও সমর্থন।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۶﴾

১৬. এবং যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করা কিংবা স্বীয় দলের সাথে একত্রিত হবার লক্ষ্যে ব্যতীত, তবে সে আল্লাহ্‌র ক্রোধের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করলো এবং তার ঠিকানা হচ্ছে দোযখ; আর তা কতোই নিকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তন করার (২৯)!

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾

১৭. অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ্‌ই (৩০) তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং হে মাহবূব! সেই মাটি, যা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছেন এবং এ জন্য যে, মুসলমানদেরকে তা থেকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. এ (৩১) তো লও! এবং এর সাথে এও যে, আল্লাহ্ কাফিরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎকারী।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. হে কাফিরগণ! যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে এ মীমাংসা তোমাদের নিকট এসেছে (৩২) এবং যদি ফিরে আসো (৩৩), তবে তোমাদের জন্য মঙ্গল; এবং যদি তোমরা পুনরায় দুষ্টামী করো তবে আমি পুনরায় শাস্তি দেবো; এবং তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসবে না, সংখ্যায় যতই বেশী হোক না কেন এবং এর সাথে এও যে, আল্লাহ্ মুসলমানদের সাথে আছেন।

রুকূ' – তিন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য করো (৩৪) এবং শুনাশুনি করে তা থেকে মুখ ফিরিয়োনা।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১. এবং তাদের মতো হয়োনা, যারা বলেছে, 'আমরা শুনেছি'; বস্তুতঃ তারা শুনে না (৩৫)।

টীকা-৩১. বিজয় ও সাহায্য।

টীকা-৩২. শানে নুযূলঃ এ সম্বোধন মুশ্‌রিকদেরকে করা হয়েছে, যারা বদরে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো এবং তাদের মধ্যে আবূ জাহ্‌ল নিজের এবং হুযূর (দঃ) এর সম্পর্কে এ দো'আই করেছিলো, "হে প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে যে তোমার নিকট ভালো, তারই সাহায্য করো। আর যে মন্দ, তাকে বিপদগ্রস্ত করো।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, মুশরিকগণ মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে বদরের দিকে যাওয়ার সময় কা'বা মুআয্‌যামা'র পর্দা জড়িয়ে ধরে এ দো'আই করেছিলো, "হে প্রতিপালক! যদি মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তুমি তাঁরই সাহায্য করো। যদি আমরা সত্যের উপর হই তবে আমাদের সাহায্য করো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (আর এরশাদ হয়েছে) যে, 'যেই ফয়সালা তোমরা চেয়েছিলে তাই করে দেয়া হয়েছে। আর যেই দল সত্যের উপর ছিলো সেটিকেই বিজয় দান করা হয়েছে। এটা তো তোমাদেরই প্রার্থিত ফয়সালা। এখন আস্‌মানী ফয়সালা থেকেও, যা তাদের প্রার্থিত ছিলো, ইসলামের সত্যতাই প্রমাণিত হলো। আবূ জাহ্‌লও এ যুদ্ধে লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে নিহত হয়েছিলো; তার ছিন্ন মস্তক আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাযির করা হয়েছিলো।

টীকা-৩৩. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা এবং হুযূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে,

টীকা-৩৪. কেননা, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য একই জিনিষ। যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করেছে, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করেছে।

টীকা-৩৫. কেননা, যে শুনে উপকার গ্রহণ করেনি ও উপদেশগ্রহণ করেনি তা শ্রবণ করাই নয়। এটা মুনাফিক ও মুশরিকদেরই অবস্থা। মুসলমানদেরকে তা থেকে দূরে থাকারই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

টীকা-৩৬. না তারা সত্য শ্রবণ করছে, না সত্য বলছে; না সত্যকে অনুধাবন করছে। তারা কান, জিহ্বা ও বিবেক থেকে উপকৃত হচ্ছেনা। তারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। কেননা, এসব লোক দেখে ও জেনে বধির ও মূক সেজে বসেছে এবং বিবেকের সাথে শত্রুতা করছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'কুসাই-পুত্র আবদুদ্ দার'-এর বংশধরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বলতো যে, "যা কিছু মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিয়ে এসেছেন, আমরা তা থেকে বধির, মূক ও অন্ধ।" এসব লোক উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। তাদের মধ্য থেকে শুধু দু'জন লোক ঈমান এনেছিলেন- মাস্'আব ইব্নে উমায়র ও সুয়াইবাত্ ইব্নে হায়মলাহ্।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ সত্যতা ও আগ্রহ

টীকা-৩৮. বর্তমান অবস্থায় একথা জেনেও যে, তাদের মধ্যে সততা ও আগ্রহ নেই।

টীকা-৩৯. নিজেদের গোঁড়ামী ও সত্যের প্রতি শত্রুতার কারণে।

টীকা-৪০. কেননা, রসূলের আহ্বান করা আল্লাহ্রই আহ্বান করার নামান্তর মাত্র। বোখারী শরীফে হযরত সাঈদ ইব্নে মু'আল্লা (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। আমাকে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আহ্বান করলেন। আমি জবাব দিলাম না। অতঃপর আমি হুযূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! আমি নামাযরত ছিলাম।" হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "আল্লাহ তা'আলা কি একথা এরশাদ করেননি- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে হাযির হও?"

অনুরূপভাবে, অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- হযরত উবাই ইব্নে কা'আব নামায পড়ছিলেন। হুযূর তাঁকে আহবান করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে সালাম আরয করলেন। হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "ডাকে সাড়া প্রদানে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিলো?" তিনি আরয করলেন, "হুযূর, আমি নামাযের মধ্যে ছিলাম।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমরা কি ক্বোরআন পাকে একথা পাওনি, "আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে হাযির হও?" তিনি আরয করলেন "নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে এমনি হবেনা।"

টীকা-৪১. 'সেই বস্তু' দ্বারা হয়ত 'ঈমান' বুঝানো হয়েছে। কেননা, কাফির মৃতই হয়ে থাকে। 'ঈমান' দ্বারা তাদের নতুন জীবন লাভ হয়। হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেন, 'সেই বস্তু' হচ্ছে- 'ক্বোরআন করীম'। কেননা, তাতে হৃদয়সমূহের জীবন রয়েছে। আর তাতে মুক্তি এবং উভয় জাহানে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা রয়েছে।" মুহাম্মদ ইব্নে ইসহাক্ব বলেন, "উক্ত বস্তু হচ্ছে- 'জিহাদ'। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা লাঞ্ছনার পর সম্মান দান করেন।" কোন কোন তাফসীরকার বলেন, "সেই বস্তু হচ্ছে- শাহাদত" (আল্লাহ্র পথে নিহত হওয়া)। এ কারণে যে, শহীদগণ আল্লাহ্র নিকট জীবিত।"

টীকা-৪২. বরং যদি তোমরা তা থেকে ভয় না করো এবং সেটার কারণগুলো অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে পরিহার না করো এবং সেই ফিত্না অবতীর্ণ হয়, তখন এমন হবে না যে, সেটার মধ্যে শুধু যালিমগণ ও অসৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণই লিপ্ত হবে; বরং সেটা সৎ ও অসৎ- সবার নিকটই পৌঁছে যাবে।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা নিজেদের মধ্যে কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পন্ন হতে না দেয়; অর্থাৎ যথাসাধ্য অসৎ কাজে বাধা দেয় ও পাপাচারকারীদেরকে পাপাচারে বাধা প্রদান করে। যদি তারা এমন না করে, তবে শাস্তি তাদের সবাইকে পরিব্যাপ্ত করবে- পাপী ও পাপী নয় এমন সবাই তাতে আক্রান্ত হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের উপর শাস্তিকে ব্যাপকাকারে প্রদান করেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণভাবে লোকেরা এমন করবেনা যে, নিষিদ্ধ কার্যকলাপকে নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হতে দেখতে থাকবে এবং তাতে বাধা প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা প্রদান করবে না, নিষেধও করবেনা। যখন এমন হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তির মধ্যে 'সাধারণ ও বিশেষ' উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে আক্রান্ত করেন।

২২. নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট সমস্ত জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারাই, যারা বধির, মূক, যাদের বিবেক নেই (৩৬)।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝٢٢

২৩. এবং যদি আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ভাল কিছু (৩৭) জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন এবং যদি (৩৮) শুনিয়ে দিতেন তবুও তারা ফলশ্রুতিতে মুখ ফিরিয়ে পাল্টে যেতো (৩৯)।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ۚ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٢٣

২৪. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে হাযির হও (৪০)! যখন রসূল তোমাদেরকে সেই বস্তুর জন্য আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে (৪১) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র নির্দেশ মানুষ ও তার মনের ইচ্ছাসমূহের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায় এবং এ কথাও যে, তোমাদেরকে তাঁর প্রতি উঠতে হবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٢٤

২৫. এবং এমন ফিত্নাকে ভয় করতে থাকো, যা কখনো তোমাদের মধ্যে বিশেষ করে (শুধু) যালিমদেরকেই স্পর্শ করবেনা (৪২) এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢٥

আবূ দাঊদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসৎকর্মে তৎপর হয় আর যদি সে সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিরোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বাধা না দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পূর্বেই তাদেরকে শাস্তির মধ্যে **লিপ্ত করেন**। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সম্প্রদায় অসৎ কাজে বাধাদানের কর্তব্য পরিহার করে এবং মানুষকে অসৎ কাজে বাধা দেয়না, তারা এ কর্তব্য **কাজ থেকে বিরত** থাকার পরিণাম স্বরূপ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়।

টীকা-৪৩. হে মু'মিনগণ! মুহাজিরগণ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে হিজরত করার পূর্বে মক্কা মুকাররামায়

টীকা-৪৪. ক্বোরাঈশ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো আর তোমরা

টীকা-৪৫. মদীনা তৈয়্যবাহ্য়

টীকা-৪৬. অর্থাৎ যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত মালামাল; যা তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতের জন্যই হালাল করা হয়নি,

টীকা-৪৭. ফরযসমূহ ছেড়ে দেয়া আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করার শামিল এবং সুন্নাতকে পরিহার করা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করার শামিল।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ আবূ লুবাবাহ্ হারূন ইবনে আবদুল মুন্‌যির আনসারীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা এ ছিলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইহুদী গোত্র 'বনূ-ক্বোরায়যা'-কে দু'সপ্তাহ্রও অধিককাল যাবৎ অবরোধ করে রাখেন। তারা এ অবরোধের কারণে সংকুচিত হয়ে আসলো এবং তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তখন তাদেরকে তাদের নেতা কা'আব ইবনে আসাদ বললো, "এখন তিনটা পন্থা আছে। হয়ত সেই ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলে মেনে নাও এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে নাও! কেননা, আল্লাহ্রই শপথ, তিনি প্রেরিত নবী ও রসূল। একথা সুস্পষ্ট হয়েছে। এবং তিনি সেই রসূল, যাঁর উল্লেখ তোমাদের কিতাবের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তাঁর উপর ঈমান নিয়ে এসো। এ'তে তোমাদের জান-মাল, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি সবই নিরাপদে থাকবে।" কিন্তু একথা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মানলোনা। তখন কা'আব দ্বিতীয় পন্থা পেশ করলো এবং বললো, "তোমরা যদি এ কথা না মানো, তবে এসো! আমরা প্রথমে আমাদের স্ত্রী-পুত্র সবাইকে হত্যা করি। অতঃপর খোলা তরবারিসহ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হই। যদি আমরা সেই যুদ্ধে নিহতও হয়ে যাই, তবে আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার পরিজনের দুঃখ তো থাকবেনা।" এর উপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "পরিবার-পরিজন এবং সন্তান ও সন্ততি ছাড়া বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?" তখন কা'আব বললো, 'এটাও যদি না মানো তবে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সন্ধির জন্য দরখাস্ত করো। হয়ত এতে কোন মঙ্গলজনক পন্থা বের হয়ে আসবে।"

২৬. এবং স্মরণ করো (৪৩)! যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, রাজ্যে দমিত অবস্থায় (৪৪); আশংকা করতে– লোকেরা তোমাদেরকে কখনো অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, তখন তিনি তোমাদেরকে (৪৫) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন এবং পবিত্র বস্তুসমূহ তোমাদেরকে জীবিকারূপে প্রদান করেন (৪৬) যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

২৭. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করোনা (৪৭)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ

তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে সন্ধির দরখাস্ত করলো, কিন্তু হুযূর তা গ্রহণ করেননি– এটা ব্যতীত যে, তারা তাদের ক্ষেত্রে হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ফয়সালাকেই মেনে নেবে। তখন তারা বললো, "আমাদের নিকট আবূ লুবাবাহ্কে প্রেরণ করা হোক।" কেননা, আবূ লুবাবাহ্র সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো এবং আবূ লুবাবাহ্র সম্পদ, তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরা সবই 'বনী ক্বোরায়যাহ্' গোত্রের নিকটই ছিলো।

অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ লুবাবাহ্কে প্রেরণ করলেন। 'বনূ ক্বোরায়যাহ্'-এর লোকেরা তাঁর রায় জানতে চাইলো– "আমরা কি সা'আদ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নেবো?" আবূ লুবাবাহ্ স্বীয় গর্দানের উপর হাত বুলিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, এটা তো গলা কাটানোর কথা।

আবূ লুবাবাহ্ বলেছেন, "আমার পদযুগল সেই স্থান থেকে সরানোর পূর্বেই আমার মনে এ কথা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি।" এটা ভেবে তিনি হুযূর (দঃ)-এর দরবারে তো আসেননি সোজা মসজিদে নবী শরীফেই চলে গেলেন। আর মসজিদ শরীফের একটা স্তম্ভের সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন এবং আল্লাহ্র শপথ করলেন যে, না কিছু আহার করবেন, না কিছু পান করবেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেন অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওবা কবূল করবেন।

অতঃপর যথাসময়ে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে নামাযসমূহের জন্য এবং মানবীয়প্রয়োজন (পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি) মিটানোর জন্য খুলে দিতেন, অতঃপর আবার বেঁধে দিয়ে চলে যেতেন।

হুযূর (দঃ) যখন এ খবর পেলেন, তখন বললেন, "আবূ লুবাবাহ্ যদি আমার নিকট আসতো তবে আমি তার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দো'আ করতাম; কিন্তু সে যখন এমনই করলো, তখন আমি তাকে খুলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল না করেন।"

তিনি (হযরত আবূ লুবাবাহ) দীর্ঘ সাতদিন বন্দী রইলেন। না কিছু আহার করেছেন, না কিছু পান করেছেন। শেষ পর্যন্ত বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওবা কবূল করলেন। সাহাবা-কেরাম তাঁকে তাওবা কবূল হবার সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্রই শপথ! আমি আমার বন্ধন খুলবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে খুলে না দেন।"

হযরত (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে আপন পবিত্রতম বরকতময় হাতে খুলে দিলেন। আবূ লুবাবাহ্ বললেন, "আমার তাওবা তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন আমি আপন সম্প্রদায়ের সেই জনপদ ছেড়ে দেবো যেখানে আমার দ্বারা এ অপরাধ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমি আমার সমস্ত সম্পদ স্বীয় মালিকানা থেকে বের করে দেবো।" হুযূর বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমালেন, "এক তৃতীয়াংশ দান করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে।" তাঁরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৮. যা পরকালের কার্যাদির পথে অন্তরায় হয়

টীকা-৪৯. সুতরাং বিবেকবানের উচিৎ যে, সেটারই প্রার্থী হয়ে থাকবে এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কারণে তা থেকে বঞ্চিত হবেনা।

টীকা-৫০. এভাবে যে, গুনাহ্ পরিহার করো এবং আনুগত্য বজায় রাখো,

টীকা-৫১. এতে ঐ ঘটনার বিবরণ রয়েছে; যা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বর্ণনা করেন। তা হচ্ছে- ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ 'দার-আন্-নাদ্ওয়াহ্' (মন্ত্রণা সভা) এর মধ্যে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য মিলিত হলো। আর অভিশপ্ত ইবলীস্ এক বৃদ্ধের আকৃতি ধারণ করে আসলো এবং বলতে লাগলো, "আমি হলাম 'নজদের শেখ্'। আমি তোমাদের এ সভার সংবাদ পেয়েছি। সুতরাং আমি এসেছি। তোমরা আমার নিকট থেকে কিছুই গোপন করোনা। আমি তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে যথাযথ রায় দিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করবো।" তারা তাকেও শামিল করে নিলো।

এবং আপন আমানতসমূহের মধ্যে জেনে শুনে অবিশ্বস্ততা করো না।	وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি সবই ফিত্না (৪৮) এবং আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে (৪৯)।	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾
রুকূ' – চার	
২৯. হে ঈমানদারগণ! যদি আল্লাহ্কে ভয় করো (৫০) তবে তোমাদেরকে তা-ই প্রদান করবেন, যা দ্বারা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে নেবে এবং তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ্ অতিশয় করুণাময়।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾
৩০. হে মাহবূব, স্মরণ করুন! যখন কাফির আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে কিংবা শহীদ করবে অথবা নির্বাসিত করবে (৫১)	وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মতামত প্রদান আরম্ভ হলো। আবুল বুখ্তারী বললো, "আমার প্রস্তাব এ যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ধরে এনে একটা ঘরে বন্দী করো এবং শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখো। দরজা বন্ধ করে দাও। শুধু একটা ছিদ্র রাখো। তা দিয়ে কখনো কখনো খাদ্য-পানীয় দেয়া যাবে। আর সেখানেই তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।" এটা শুনে অভিশপ্ত শয়তান, যে শায়খ-ই-নজদী সেজেছিলো, খুবই নাখোশ হয়ে গেলো আর বললো, "এটা খুবই ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব। এ খবর প্রকাশ পাবে এবং তাঁর সাহাবীগণ আসবেন। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তোমাদের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন।" লোকেরা বললো, "শায়খ-ই-নজদী ঠিক বলছে।"

অতঃপর হিশাম বিন্ আমর দণ্ডায়মান হলো। সে বললো, "আমার প্রস্তাব হচ্ছে এ যে, তাঁকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে) উটের উপর আরোহণ করিয়ে নিজ শহর থেকে বহিষ্কার করা হোক। অতঃপর তিনি যা কিছু করুন, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।" ইব্লীস এ প্রস্তাবটাকেও নাকচ করে দিলো। আর বললো, "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে হতভম্ব করে ছেড়েছেন, তোমাদের বুদ্ধিজীবীদেরকে পর্যন্ত যিনি হতবাক করে ফেলেছেন, তাঁকে কি তোমরা অপর লোকজনের নিকট প্রেরণ করছো? তোমরা তাঁর মধুর কথা, তরবারিরূপী অকাট্য বাণী ও এর মর্মস্পর্শিতা দেখোনি। যদি তোমরা এমন করো তবে তিনি অপর গোত্রের লোকদের হৃদয় জয় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে হামলা চালাবেন।" সভায় উপস্থিত লোকেরা বললো, "শায়খ-ই-নজদীর মতামত ঠিকই।"

অতঃপর আবূ জাহ্ল দাঁড়ালো। আর সে এ প্রস্তাব দিলো যে, "ক্বোরাঈশ বংশের প্রতিটি খান্দান থেকে একজন করে সম্ভ্রান্ত যুবককে নির্বাচিত করা হোক। অতঃপর তাদের হাতে ধারাল তরবারি দেয়া হোক। তারা সবাই একই বারে হযরতের উপর হামলা করে তাঁকে নিহত করবে। তখন 'বনী হাশেম' (হাশেমী

খান্দান) ক্বোরাঈশের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেনা। শেষ ফয়সালা এটাই হবে যে, রক্তপণ (দিয়াৎ) তো দিতে হবে। তখন তা দেয়া যাবে।" অভিশপ্ত ইব্‌লীস্ এ প্রস্তাবটা গ্রহণ করলো এবং আবূ জাহলের খুবই প্রশংসা করলো এবং এর উপর সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

(এদিকে) হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করলেন। আর আবেদন করলেন, "হুযূর! আপনি নিজ নিদ্রালয়ে রাত্রে থাকবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিয়েছেন, মদীনা তৈয়্যবার দিকে চলে যাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন।"

হুযূর হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে রাত্রিবেলায় আপন নিদ্রালয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং এরশাদ ফরমালেন, "আমার চাদর শরীফ মুড়িয়ে শুয়ে থাকবে। তুমি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবেনা।" অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন পবিত্র গৃহ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। আর এক মুষ্টি মাটি হাত মুবারকে নিলেন এবং আয়াত اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا পাঠ করে অবরোধকারীদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তা প্রত্যেকেরই চোখে ও মাথায় গিয়ে পড়লো। সবাই অন্ধ হয়ে গেলো এবং হুযূরকে দেখতে পায়নি। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে সঙ্গে নিয়ে 'সওর' পর্বতের গুহায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-কে মানুষের আমানতের মাল তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য মক্কা মুকার্‌রামাহ্য় রেখে গিয়েছিলেন। মুশরিকগণ সারারাত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র গৃহের চতুর্দিকে পাহারা দিতে লাগলো। সকালে যখন হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা করলো তখন দেখতে পেলো, সেখানে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

তাঁর নিকট হুযূর (দঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো– তিনি কোথায়। তিনি বললেন, "আমি জানিনা।" অতঃপর তারা হুযূর (দঃ)-কে খুঁজতে বের হয়ে পড়লো। যখন গুহা পর্যন্ত পৌঁছলো, দেখলো (গুহার মুখে) মাকড়শার জাল! বলতে লাগলো, "যদি তিনি (দঃ) এর মধ্যে প্রবেশ করতেন, তাহলে এ জালগুলো অক্ষত থাকতো না।"

হুযূর (দঃ) উক্ত গুহায় তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওনা দিলেন।

সূরাঃ ৮ আনফাল ৩৩৩ পারাঃ ৯

এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছে; আর আল্লাহ্ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন; এবং আল্লাহ্‌র গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম।	وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝
৩১. এবং যখন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন (তারা) বলে, 'হাঁ, আমরা শ্রবণ করেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও অনুরূপ বলে দিতাম। এগুলোতো নয়, কিন্তু পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র (৫২)।'	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
৩২. এবং যখন (তারা) বললো, (৫৩), 'হে আল্লাহ্! যদি এ (ক্বোরআন) তোমারই নিকট থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা কোন বেদনাদায়ক শাস্তি আমাদের উপর আনয়ন করো।'	وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝
৩৩. এবং আল্লাহ্‌র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবূব! আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন (৫৪)	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ

মানযিল – ২

টীকা-৫২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পবিত্র ক্বোরআন মজীদ শ্রবণ করে বলেছিলো, "ইচ্ছা করলে আমরাও তেমনি 'কিতাব' বলে ফেলতাম।" আল্লাহ্ তা'আলা তার এ উক্তিটা উদ্ধৃত করেছেন। (আর এরশাদ করেন) যে, এর মধ্যে তাদের পূর্ণ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, পবিত্র ক্বোরআনের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা এবং আরবের নামকরা সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদেরকে ক্বোরআন করীমের ন্যায় একটা সূরা রচনা করার জন্য আহ্বান জানানো আর তারা সবাই অক্ষম ও অসহায় থাকার পর এ উক্তি করা এবং তেমনি ভিত্তিহীন দাবী করা চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন তৎপরতা বৈ আর কিছুই নয়।

টীকা-৫৩. কাফিরগণ এবং তাদের মধ্যে এ উক্তিকারী ছিলো– হয়ত নাযার ইবনে হারিস অথবা আবূ জাহ্‌ল। যেমন– বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে।

টীকা-৫৪. কেননা, আপনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র রীতি হচ্ছে– যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নবী বর্তমান থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর এমন ব্যাপক (সর্বসাধারণের) ধ্বংসের শাস্তি প্রেরণ করেন না, যার কারণে সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় এবং কেউ বেঁচে থাকেনা। তাফসীরকারদের একটা দলের অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত শরীফ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তখনই অবতীর্ণ হয়েছিলো, যখন তিনি মক্কা মুকার্‌রামায় অবস্থানরত ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি হিজরত করলেন এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান সেখানে রয়ে গেলেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে 'ইস্তিগফার' বা গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তখন (وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ) অবতীর্ণ হয়; যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ঈমানদার মওজুদ থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্তও শাস্তি আসবেনা। অতঃপর যখন ঐসব হযরতও মদীনা তৈয়্যবায় চলে গেলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয়ের অনুমতি দিলেন। আর ঐ প্রতিশ্রুত শাস্তি এসে গেলো, যার সম্পর্কে এ আয়াতের মধ্যে এরশাদ করেন– وَمَا لَهُمْ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ ; মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব বলেছেন– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ও কাফিরদেরই

উক্তি, যা তাদের থেকে উদ্ধৃতি স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। মহামহিম আল্লাহ্ তাদের মূর্খতার কথা উল্লেখ করেছেন যে, তারা এমনই নির্বোধ যে, নিজেরাই একথা বলে, "হে প্রতিপালক! যদি এটা তোমারই পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো।" আবার তারা নিজেরাই বলছে হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি থাকছেন, শাস্তি অবতীর্ণ হবেনা। কেননা, কোন উম্মতকে তাদের নবীর উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হয়না। এসব কেমনই স্ব-বিরোধী বক্তব্য!

টীকা-৫৫. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর দরবারে গুনাহর জন্য ক্ষমা চাওয়া শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকারই মাধ্যম। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের জন্য দু'টি 'নিরাপত্তা' অবতীর্ণ করেন। একটা হচ্ছে আমার তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা, অপরটা হচ্ছে- তাদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (استغفار) করা।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

এবং আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তিদাতা নন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনারত থাকছে (৫৫)।

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْۤا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

৩৪. এবং তাদের কী বা আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না? তারা তো 'মসজিদে হারাম' থেকে নিবৃত্ত করছে (৫৬) এবং তারা সেটার তত্ত্বাবধায়কও নয় (৫৭)। সেটার তত্ত্বাবধায়ক তো খোদাভীরুরাই; কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

৩৫. এবং কা'বার নিকট তাদের নামায নেই, কিন্তু শিশ্ ★ ও করতালি দেয়াই (৫৮)। সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো (৫৯) স্বীয় কুফরের বদলাস্বরূপ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ

৩৬. নিশ্চয় কাফিরগণ নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে (এ জন্য) যে, আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত রাখবে (৬০); সুতরাং এখন তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, অতঃপর তা তাদের উপর অনুতাপের কারণ হবে (৬১) এরপর তাদেরকে পরাভূত করে দেয়া হবে এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

৩৭. এ জন্য যে, আল্লাহ্ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেবেন (৬২) এবং অপবিত্রগুলোকে নীচে-উপরে রেখে সবই একস্তূপ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন; তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (৬৩)।

রুকূ' - পাঁচ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

৩৮. আপনি কাফিরদেরকে বলুন, 'যদি তারা বিরত থাকে, তবে যা অতীতে গত হয়েছে তা

টীকা-৫৬. এবং মু'মিনদেরকে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করার জন্য আসতে দিতোনা। যেমন হুদায়বিয়ার ঘটনার সালে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণকে বাধা দিয়েছিলো।

টীকা-৫৭. এবং কা'বার বিষয়াদিতে ক্ষমতা প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোন ইখতিয়ার তাদের ছিলোনা। কেননা, তারা অংশীবাদী।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ নামাযের স্থলে শিশ্ (উল্) ও করতালি দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, ক্বোরাঈশগণ উলঙ্গবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতো এবং শিশ্ (উল্) দিতো ও করতালি দিতো। এ কাজ হয়ত তারা তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে করতো যে, শিশ্ (উল্) এবং করতালি দেয়াও ইবাদত। অথবা এ দুষ্ট খেয়ালে করতো যে, তাদের এ হট্টগোলের কারণে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে অস্বস্তিবোধ করবেন।

টীকা-৫৯. হত্যা ও কারাবন্দীত্ব, বদরের যুদ্ধে,

টীকা-৬০. অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনার পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত কাফিরদের মধ্যে ঐ বারজন ক্বোরাঈশ বংশীয়দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব নিজেদের উপর নিয়েছিলো এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে সৈন্যবাহিনীর খাবার সরবরাহ করতো। প্রত্যেকদিন দশটা করে উট নিতো।

টীকা-৬১. কারণ, ধন-সম্পদও গেলো এবং সফলকামও হলোনা।

টীকা-৬২. অর্থাৎ কাফিরদের দলকে মুসলমানদের দল থেকে পৃথক করে দেবেন

টীকা-৬৩. ইহকাল ও পরকালে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে পরকালের শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে।

★ মুখের ভিতর বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে যে উল্ দেয়া হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৬৪. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, কাফির যখন কুফর থেকে ফিরে আসবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে তার পূর্বেকার কুফর ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ★

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন এবং স্বীয় নবীগণ ও ওলীগণকে সাহায্য করেন।

টীকা-৬৬. অর্থাৎ শির্ক

টীকা-৬৭. ঈমান আনা থেকে

টীকা-৬৮. তাঁরই সাহায্যের উপর ভরসা রাখো। ★★★

তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে (৬৪); এবং যদি আবারো তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের, অনুসৃত প্রথা অতিবাহিত হয়েছে (৬৫)।

وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৩৯. এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ফ্যাসাদ (৬৬) অবশিষ্ট না থাকে এবং সমগ্র দ্বীন আল্লাহ্রই হয়ে যায়; ★★ এবং যদি তারা বিরত থাকে, তবে আল্লাহ্ তাদের কাজ দেখছেন।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৪০. এবং যদি তারা মুখ ফেরায় (৬৭) তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক (৬৮), সুতরাং কতোই উত্তম অভিভাবক এবং কতোই উত্তম সাহায্যকারী! ★★★

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

মানযিল - ২

★ কিন্তু বান্দার হক মাফ হবে না। যদি মুশরিক কারো কর্জ পরিশোধ না করে মুসলমান হয়ে যায়; তবে তার কর্জ মাফ হবে না। (নূরুল ইরফান)

★★ আল্লাহ্ তা'আলার ফরমান- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ (তোমরা 'তাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এ পর্যন্ত যে, কোন ফিৎনা বাকী থাকবে না।) এর কতিপয় তাফসীর বা ব্যাখ্যা হতে পারেঃ

১) قَاتِلُوْا (তোমরা জিহাদ করো!) দ্বারা সম্বোধন হয়ত সাহাবা কেরামকে করা হয়েছে এবং هُمْ (তাদের বিরুদ্ধে) দ্বারা আরবের কাফিরদের বুঝানো হয়েছে। আর فِتْنَةٌ (ফিৎনা) মানে 'শির্ক'। তখন আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই- "হে সাহাবা কেরামের দল! তোমরা আরবের কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো। এমনকি শেষ পর্যন্ত এ মুবারক ভূ-খণ্ডের মধ্যে কুফর ও শির্ক অবশিষ্ট থাকবে না। তা এভাবে যে, কাফিরগণ হয়ত ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা আরব ভূ-খণ্ড ছেড়ে দেবে অথবা তাদেরকে কতল করে ফেলা হবে। এই ভূ-খণ্ডে শুধু ইসলামই থাকবে। وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ এবং এখানে সমগ্র দ্বীন আল্লাহ্ তা'আলারই হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইসলাম। কিন্তু যদি কাফিরগণ তোমাদের হামলার পূর্বে কুফর থেকে বিরত হয়ে ইসলামে প্রবেশ করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বহু সাওয়াব দান করবেন, তাদের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন; কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সমস্ত কার্যকলাপ দেখছেন। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, কুফরের উপর অটল থেকে যায়, তবে তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী ও সর্বোত্তম অভিভাবক। সুতরাং তোমাদের জন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।"

এ তাফসীরই উৎকৃষ্টতম।

২) অথবা সম্বোধন সাহাবা কেরামকে করা হয়েছে আর هُمْ (কর্ম) দ্বারা সমস্ত কাফির বুঝানো হয়েছে- চাই আরবীয় হোক কিংবা অনারবীয় হোক। আর 'ফিৎনা' মানে শির্ক কিংবা কাফিরদের শক্তি। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়াবে- "হে সাহাবা কেরাম! তোমরা সমস্ত কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো যে পর্যন্ত না আরব ভূমি থেকে কুফর ও শির্ক সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়ে যায় এবং সমগ্র দ্বীন (ইসলাম) আল্লাহ্র জন্যই হয়ে যায়, আর পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-খণ্ডেও কুফর ও শির্কের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, যাতে আল্লাহ্র দ্বীন দমিত না হয়ে যায় এবং কাফিরগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতে না পারে।"

৩) অথবা قَاتِلُوْا (তোমরা জিহাদ করো) দ্বারা সম্বোধন ঐ সমস্ত শক্তিশালী মুসলমানকে করা হয়েছে, যারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে এবং هُمْ (তাদের বিরুদ্ধে) দ্বারা 'সমস্ত কাফির' বুঝানো হয়েছে। আর فِتْنَةٌ মানে 'কাফিরদের ঐ শক্তি' যার কারণে মুসলমান ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত বন্দেগী সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আর حَتّٰى ও كَىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় "হে মুসলমানরা! তোমরা কাফিরদের সাথে জিহাদ করো! তবে মাল ও সম্মান অর্জনের জন্য নয় বরং এ জন্য যে, কুফরের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদেরকে স্বাধীনভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধা দিতে পারবে না, অথবা এ নিয়তে তোমরা জিহাদ করো যে, কাফিরগণ ঈমানের দিশা ও ছোঁয়া পাবে। এখন তারা চাই মুসলমান হয়ে যাক, কিংবা না-ই হোক, বরং 'জিয্য়া' (কর) দিয়ে তোমাদের প্রজা হয়ে যাক! তখন তোমাদের এই সদুদ্দেশ্য থাকলে তোমরা সাওয়াব পাবে।"

এ তাফসীরের ভিত্তিতে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত শক্তিশালী সাধারণ মুসলমানদের উপর জিহাদের নির্দেশের উদ্দেশ্য এ নয় যে, কাফিরদেরকে জবরদস্তি করে মুসলমান বানিয়ে নেয়া হোক; বরং উদ্দেশ্য এ যে, কুফরের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা হোক, যাতে ইসলামের রাস্তা পরিষ্কার (সুগম) হয়ে যায়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ; এর মধ্যেও এ কথাই এরশাদ হয়েছে। কারণ, যখন কাফিরগণ জিয্য়া দিতে রাজি হয়ে যায় তখন তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ; এখানেও حتى - كى-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ দাঁড়ায়- "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন কাফিরদের সাথে জিহাদ করি যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়। অর্থাৎ জিহাদে মাল ও সম্মান অর্জনের জন্য না যাওয়া চাই; বরং তা দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই।

এখন ক্বোরআনের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকছে না।

জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন-ইসলাম খুব চমকিত হওয়া। আর কোন কাফির যেন মুসলমানের উপর জবরদস্তি করে তাকে সৎকার্যাদি সম্পাদনে বাধা দেয়ার দুঃসাহস দেখাতে না পারে। মোট কথা, তরবারি ক্বোরআনের রাস্তা পরিষ্কার করবে আর ক্বোরআন তরবারিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যেন তা ভুল পথে চালিত না হয়। (তাফসীর-ই-নঈমী ও নূরুল ইরফান)

(★★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

এ আয়াতগুলো থেকে কতিপয় বিষয় সুস্পষ্ট হয়ঃ

১) ইসলামী আইন মতে, আরব ভূমিতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন থাকতে পারবে না। এটা حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ-এর প্রথম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়; যখন 'ফিত্‌না' মানে কুফর ও শির্ক হয়, আর قَاتِلُوْهُمْ এর মধ্যে هُمْ (তাদের বিরুদ্ধে) দ্বারা আরবের কাফিরদের বুঝানো উদ্দেশ্য হয়।

২) আরবের কাফিরদের থেকে 'জিয্‌য়া' (কর) গ্রহণযোগ্য হবে না। তাদের জন্য দু'টি রাস্তা মাত্র– কতল অথবা ইসলাম গ্রহণ। এটাও উপরোক্ত ১ম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়।

৩) আরব ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য ভূ-খণ্ডগুলোতে জিহাদের উদ্দেশ্য কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করা এবং কুফর ও শির্ককে বিলীন করা নয়; বরং কাফিরদের শক্তিকে দুর্বল করাই উদ্দেশ্য হয়। এ কথা لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ-এর দ্বিতীয় তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়; যখন 'ফিত্‌না' মানে হয় 'কুফরের শক্তি' সেখানে কাফিরদের জন্য তিনটা রাস্তা থাকবে ক) ইসলাম, খ) জিয্‌য়া অথবা ৩) কতল। এর তাফসীর হচ্ছে এ আয়াত–

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ●

৪) জিহাদের মধ্যে গণীমতের মাল অর্জন করা, নিছক রাজ্য জয় করা ও সুনাম অর্জন করা ইত্যাদি কোন কিছুর উদ্দেশ্য যেন না থাকে। শুধু ইসলামের গৌরব ও ক্ষমতাকে উন্নত করারই উদ্দেশ্য থাকবে। এটা حَتّٰى لَا تَكُوْنَ-এর একটা তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়, যখন حَتّٰى - كَىْ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৫) জিহাদের উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হয়ে যায়, যেমন– কাফিরগণ মুসলমান হয়ে যায়, অথবা 'জিয্‌য়া' দিতে স্বীকার করে এবং ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোন অন্তরায় না থাকে, তখন থেকে তরবারি (অস্ত্র) ব্যবহার করা যাবে না; বরং তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হবে। এটা حَتّٰى-এর অপর তাফসীর দ্বারা বুঝা যায়, যখন حَتّٰى (শেষ সময়সীমা) অর্থে ব্যবহৃত বলে ধরে নেয়া হয়।

৬) ইসলাম গ্রহণের বরকতে কাফির থাকাবস্থায় সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এটা بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম দেখছেন) থেকে প্রতীয়মান হয়।

৭) ঈমানদার জিহাদকারীর উচিৎ যেন নির্ভর আল্লাহ্‌র উপরই করেন, না শুধু হাতিয়ারের উপর, না অনুকূল অবস্থাদি ও প্রকাশ্য সামগ্রীসমূহের উপর। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার মতো হাতিয়ার একমাত্র মু'মিনদেরই নিকট থাকে, কাফিরদের নিকট থাকে না। এটা اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ● نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ● থেকে প্রতীয়মান হয়। -(তাফসীর-ই-নঈমী)

তাছাড়াও, জিহাদ ঘোষণাকারীর মধ্যে জিহাদের শরীয়তসম্মত প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণের যোগ্যতা থাকাও বাঞ্ছনীয়। (তাফসীর-ই-নঈমী)

এ প্রসঙ্গে দু'টি বিশেষ জরুরী প্রশ্ন ও জবাবঃ

প্রশ্নঃ যদি আরব দ্বীপে কাফিরদের বসবাসের অনুমতি না থাকে, তাহলে তা ধর্মে জবরদস্তি করা হলো। অর্থাৎ কাফিরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলো। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান– অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে জোর-জবরদস্তি নেই।

জবাবঃ জোর-জবরদস্তি তো তখনই হয়, যখন তাদেরকে শুধু ইসলামগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে– হয়ত তারা আরব ভূমি থেকে বের হয়ে যাবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন অন্যান্য মুসলিম দেশে কাফিরদের জন্য অনুমতি রয়েছে– হয়ত জিয্‌য়া দেবে অথবা মুসলমান হবে।

প্রশ্নঃ কাফিরদেরকে আরব ভূমিতে থাকার অনুমতি না দেয়ার কারণ কি?

জবাবঃ এর বহু হিকমত আছে। এ প্রসঙ্গে 'আসরারুল আহ্‌কাম' নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট– কিছু কিছু স্থানকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বলে ঘোষণা দিয়েছেন; যেখানে প্রবেশ করার অনেক কঠোর নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন মসজিদ, কা'বা মু'আয্‌যামাহ্। সেখানে অপবিত্র মানুষ অথবা অপবিত্রতাসম্পন্নদের প্রবেশাধিকার নেই। যার মুখে দুর্গন্ধ, কাপড়-চোপড়ে দুর্গন্ধ, ধূমপান করে, পেঁয়াজ ও রসুন ইত্যাদি খেয়ে নেয়, সে যেতে পারেনা। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা'আলা আরব-ভূমিতে ইসলাম প্রচারের জন্য কেন্দ্রস্থল করেছেন। আরবকে আপন দ্বীন ও আপন রসূলের জন্য খাস করে নিয়েছেন। সুতরাং সেখানে কাফিরদের থাকার অনুমতি নেই। উদাহরণ স্বরূপ, যে কোন দেশের রাজধানী ইত্যাদিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে বা ভবনে প্রবেশ করার জন্য এমন সব নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো অন্য কোথাও নেই। রামপুর, জুনাগড় ইত্যাদির কোন কোন স্থানে, যখন ইসলামী রাজ্য ছিলো, তখন এককালে শুধু পাগড়ী পরিহিতরাই প্রবেশ করতে পারতো। বিশ্বের কোথাও কোথাও এমন স্থানও রয়েছে যেখানে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে যাবার অনুমতি নেই।

জিহাদের ফযীলতঃ

এক মুহূর্তকাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের মধ্যে অবস্থান করা 'লায়লাতুল কদর'-এর গোটা রাত, তাও 'হাজর-ই-আস্‌ওয়াদ'-এর নিকটে, ইবাদত করার চাইতেও উত্তম।

হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন যে, আমাদের সাথে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন যে, সে গুলো থেকে কোন একটার উপর আমল করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশ্‌ত দান করবেনঃ

১) রোগীর খোঁজখবর নেয়া, ২) জানাযার সাথে চলা, ৩) ইমামের খেদমতে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাযির হওয়া, ৪) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যাওয়া এবং ৫) আপন ঘরে অবস্থান করা ও লোকদেরকে বিরক্তি না করা।

★★★ নবম পারা সমাপ্ত।